NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ দমদম এয়ারপোর্টে শুরু নতুন এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল

বামেরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সনাতনীদের পিছিয়ে দিয়েছিল: অর্জুন ৩

কলকাতা ২৬ মার্চ ২০২৫ ১২ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.03.2025, Vol.18, Issue No. 283, 8 Pages, Price 3.00

বাণিজ্য বসতে শিল্প বান্ধব বাংলা...

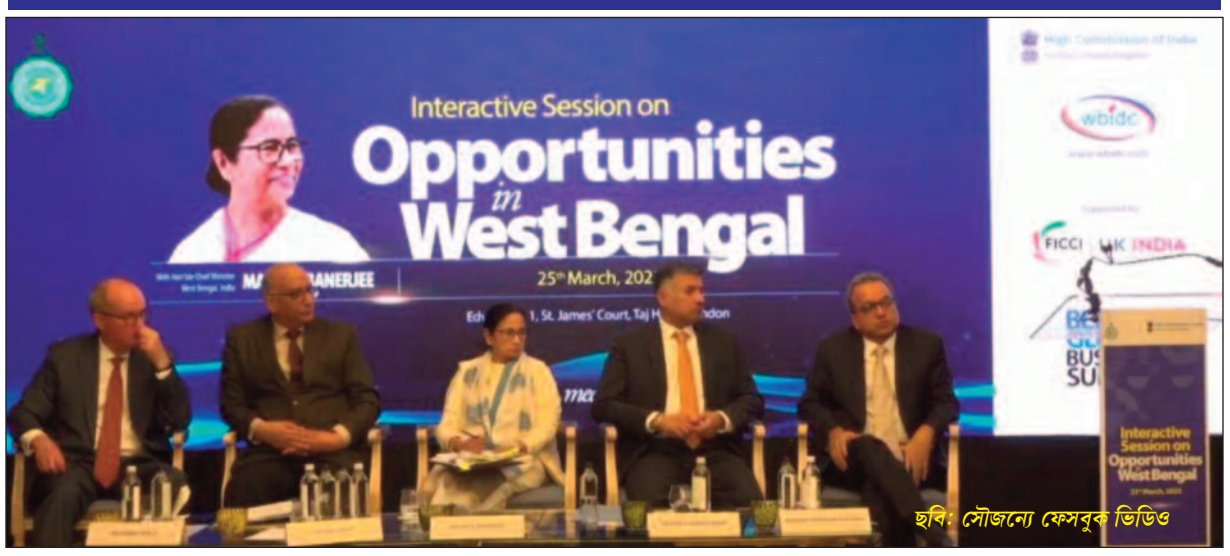

ছবি: সৌজন্যে ফেসবুক ভিডিও

বিশ্বের দরবারে নতুন করে পরিচিত হচ্ছে শিল্প বান্ধব বাংলা। সেই পরিচয় আরও উজ্জ্বল করে তুলতে প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আয়োজন করেন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। বাংলার পাশাপাশি এবার লন্ডনেও তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে গেল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলাকালীন। মঙ্গলবার লন্ডনের শিল্প বৈঠকে বাংলার বাণিজ্য পরিকাঠামোর প্রভূত প্রশংসা শোনা গেল ব্রিটেনে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামীর গলায়। মঙ্গলবার লন্ডনের শিল্প বৈঠকের শুরুতে ছোট্ট একটি ভিডিও 'ধ্বনিল আহ্বান' দেখানো হয়। কোথাও লালমাটি। তো কোথাও মালভূমি। আবার কোথাও পাহাড়। তার পাশেই চা বাগান। সঙ্গে নদী। হাজারও বৈচিত্র্যে ঘেরা বাংলা। সেখানে বসবাস করেন সব ধর্ম-বর্ণের নানা ভাষাভাষির মানুষ। তার ফলে বাংলার কোণায় কোণায় ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যর ছবিই ফুটে ওঠে। ভিডিওর মাধ্যমে সেকথাই যেন তুলে ধরা হয়।

মঙ্গলবারের শিল্প সম্মেলনে লন্ডন থেকেও বহু শিল্পপতি যোগ দেন। বিলেতের শিল্পসভায় হাইকমিশনার বলেন, 'বিনিয়োগ বান্ধব বাংলায় লগ্নি করতে জিতবেন, পূর্ণ সাহায্য করব'।

১ এপ্রিল থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের বর্ধিত হারে ডিএ

সুপ্রিম কোর্টে আবার পিছোল মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজেট বক্তৃতার সময়েই রাজ্য সরকারি কর্মীদের চার শতাংশ ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ১ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হওয়ার কথা মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল নবান্ন। এর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধি পেয়ে হল ১৮ শতাংশ। এরফলে পেনশনভোগীরাও সুবিধা পাবেন। তাঁদেরও ডিআর (মহার্ঘ ত্রাণ) বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৮ শতাংশ। এই আবহে সুপ্রিম কোর্টে আবার পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি।

সুপ্রিম কোর্টে প্রায় এক মাস পিছিয়ে গেল ডিএ মামলা। পরবর্তী শুনানি ২২ এপ্রিল। এদিন রাজ্যের তরফে সওয়াল শুরু করেন অভিষেক মনু সিংভি। তবে পুরো সওয়াল জবাবের জন্য আরও সময় দরকার বলে আদালতে জানান

তিনি। একই মত ছিল সকলের। সবপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ২২ এপ্রিল শুনানির দিন ঠিক হয়। সবপক্ষের তরফেই আবেদন করা হয়, ওইদিন মামলাটি 'টপ অফ দ্য বোর্ডে' রাখার জন্য। তাতে আদালত সম্মত হয়েছে। এদিকে মামলার অংশ হতে চেয়ে আবেদন করেছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে এ রাজ্যের কর্মীদের ডিএর ফারাক এখনও ৩৫ শতাংশ। রাজ্য সরকার ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে এই ফারাক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সরকারি কর্মচারীদের বামপন্থী সংগঠনগুলি। ন্যায্য ডিএ-র দাবিতে আগামী ৭ থেকে ৯ এপ্রিল রাজ্য জুড়ে সরকারি দপ্তরে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন একটি বাম সংগঠনের সদস্যেরা। তবে তৃণমূল কর্মচারী সংগঠন সরকারের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারের কর্মীদের ডিএ চার শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিলেন। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বর্ধিত ডিএ কার্যকর করার কথা ঘোষণা করল নবান্ন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের কর্মীদের পাশাপাশি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, সরকার অধিকৃত, পঞ্চায়েত, পুরসভার কর্মীদেরও ডিএ বৃদ্ধি পেয়ে হল ১৮ শতাংশ। ১ এপ্রিল থেকে এই ডিএ পাবেন তাঁরা। সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরাও। তাঁদেরও ১ এপ্রিল থেকে ডিআর বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৮ শতাংশ।

বিচারপতি বর্মার কল রেকর্ড খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্টের কমিটি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: কাদের সঙ্গে কথা বলতেন বিচারপতি যশবন্ত বর্মা, এ বার সেই তথ্য খতিয়ে দেখতে চায় সুপ্রিম কোর্টের গঠিত কমিটি। শুধু তা-ই নয়, দমকলবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় তারা। অন্যদিকে, উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এদিনই সর্বদল বৈঠক ডাকেন। বিচারপতি বর্মার বাসভবন থেকে উদ্ধার হওয়া নগদের বিষয় নিয়েই আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে এই বৈঠক।

বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গত শনিবার তিন বিচারপতির কমিটি গঠন করেন দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। এই কমিটিতে রয়েছেন পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জিএস সান্ধাওয়ালিয়া এবং কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি অনু শিবরমন। সূত্রের খবর, শীঘ্রই দিল্লিতে তারা অনুসন্ধান শুরু করবে। জানা যাচ্ছে, ওই কমিটি বিচারপতি বর্মার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যাও চাইতে পারে। সেই সঙ্গে দমকলবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন কমিটির সদস্যেরা। পাশাপাশি, বিচারপতি বর্মার কল রেকর্ড ফরেন্সিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হবে।

গত ১৫ মার্চ, অর্থাৎ হোলির দিন বিচারপতি বর্মার বাংলোয় আগুন লেগে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যেরাই দমকল ডেকেছিলেন। দমকলকর্মীরা বাংলোয় আগুন নেবাতে গিয়ে রাশি রাশি নগদ টাকা দেখতে পান বলে দাবি। তাঁদের কাছ থেকে পুলিশ খবর পায়। তারা গিয়ে টাকা উদ্ধার করে। ওই দিন আগুনের খবর পেয়ে কোন দমকলকর্মীরা প্রথম বিচারপতির বাড়িতে পৌঁছেছেন, সেখানে গিয়ে তাঁরা কী কী দেখেছেন; সব কিছু জানতে চায় সুপ্রিম কোর্টের কমিটি।

এদিন, বিচারপতি বর্মার বাসভবন থেকে নগদ উদ্ধারের বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেন ধনখড়। তিনি জানান, বিষয়টি খুবই গুরুতর। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় ধনখড় বলেন, 'বিচারপতি বর্মার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমি বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠকে ডেকেছি।' উল্লেখ্য, বিচারপতি বর্মার বিষয় নিয়ে রাজ্যসভার দলনেতা তথা বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ও বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ধনখড়। সেই বৈঠকের পরই তিনি জানিয়েছিলেন, নাড্ডা ও খাড়্গের পরামর্শমতো সব

এরপর দুয়ের পাতায়

মূল স্রোতে হুরিয়তের দুই শাখা উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদ অতীত, দাবি অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: কাশ্মীরে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে বড় সাফল্য কেন্দ্রের। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হুরিয়ত কনফারেন্সের দুই শাখা সংগঠন হিংসার রাস্তা ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরল। মঙ্গলবার হুরিয়তের দুই শাখা সংগঠনের মূল স্রোতে ফেরার খবর সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদ এখন অতীত।

সোশাল মিডিয়ায় শাহের বার্তা, 'কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ এখন ইতিহাস। মোদিজির সবকা সাথের নীতি উপত্যকা থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হুরিয়তের দুই শাখা সংগঠন সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।' শাহ বলছেন, 'এই দুই সংগঠনকে সমাজের মূল ধারায় স্বাগত। আমি এই ধরনের সব সংগঠনকেই বিচ্ছিন্নতাবাদ ভুলে দেশের ঐক্যের স্বার্থে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। উন্নত, শান্ত এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টিরই সুফল।'

হুরিয়তের নেতৃত্ব গত কয়েক দশক ধরে কাশ্মীরে ভারত বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। হুরিয়ত কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে প্রকাশ্যেই। তবে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর ছবিটা বদলেছে। কেন্দ্রের ধরপাকড়ে হুরিয়ত পন্থী নেতারা অনেকেই বেপাত্তা। কেউ কেউ সব ভুলে নাম লিখিয়েছেন মূল ধারার রাজনীতিতে। হুরিয়তের ছাতার তলায় থাকা বহু সংগঠনকে আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বহু সংগঠন ইতিমধ্যেই মূল ধারায় ফিরেছে। সেই তালিকায় নাম জুড়ল আরও দুই সংগঠনের। তাতেই কেন্দ্রের দাবি, কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতাবাদ মুক্ত।

পানাগড় কাণ্ড: রাজ্যের কাছে কেস ডায়েরি চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব বর্ধমানের পানাগড়ের ঘটনায় কেস ডায়েরি চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার ও নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে সংশ্লিষ্ট মামলাটি ওঠে। তিনি পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে কেস ডায়েরি জমা দিতে বলেছেন। আগামী এপ্রিল মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমানে পানাগড়ে 'গাড়ি দুর্ঘটনা'য় মৃত্যু হয় হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা সুতন্দ্রার। তদন্তে পুলিশের দাবি, ওই তরুণীর গাড়ি একটি সাদা গাড়িকে ধাওয়া করেছিল। দুটি গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনা হয়। সুতন্দ্রাদের গাড়ি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তরুণীর। ওই ঘটনায় সুতন্দ্রার গাড়িচালক রাজদেও শর্মা গ্রেপ্তার হন তনুশ্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে। সাদা গাড়িটির চালক তথা মালিক বাবলু যাদবকে কাঁকসা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল আগেই। কিন্তু শুরু থেকেই পুলিশি তদন্তে সন্তুষ্ট ছিলেন না সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী। তাঁর দাবি, 'কিছু একটা লুকনো হচ্ছে।' পুলিশ 'ইভটিজিং-তত্ত্ব' খারিজ করে দিলেও তনুশ্রীর দাবি, অন্য গাড়ি থেকে তাঁর মেয়ের উদ্দেশে কটূক্তি করা হয়েছিল।

হাইকোর্টে সুতন্দ্রার মায়ের বক্তব্য, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি মেয়ের। সুতন্দ্রাকে খুন করা হয়েছে। 'ইভটিজিং'-এর শিকার হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে। তিনি দাবি করেন, সাদা গাড়ির চালক মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়েছিলেন। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে মেয়ের। পাশাপাশি পুলিশের তদন্তে অনাস্থা জানিয়েছিলেন তিনি। আদালতে তনুশ্রীর আবেদন, কী ভাবে দুর্ঘটনা হল, সুতন্দ্রার মৃত্যুর কী ভাবে হয়েছে, তা নিয়ে সঠিক ভাবে তদন্ত হোক।

'সওগাত-এ-মোদি'

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: ইদ উপলক্ষে দেশের ৩২ লক্ষ দরিদ্র মুসলিম পরিবারকে বিশেষ কিট উপহার দেবে বিজেপি। এই কর্মসূচির নাম 'সওগাত-এ-মোদি'। দক্ষিণপূর্ব দিল্লির নিজামুদ্দিনে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই কিট বিতরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, খাদ্যদ্রব্যের পাশাপাশি থাকছে পোশাক, সিমুই, খেজুর, শুকনো ফল ও চিনি। মহিলাদের প্যাকেটে সুতির

কাপড়, পুরুষদের জন্য কুর্তা-পাজামা দেওয়া হয়েছে। একেকটি প্যাকেটের খরচ পড়েছে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

ভোটার কার্ড সংশোধনী বৈঠকের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভোটার কার্ড নিয়ে চলতি বিতর্কের প্রেক্ষিতে ভোটার কার্ড সংশোধন-সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে। আগামী শুক্রবার দুপুরে প্রস্তাবিত সর্বদলীয় বৈঠকে রাজ্যের আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে ডাকা হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার কার্ড থাকা-সহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিতর্কের নিরসনের পথ খুঁজতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, এই রাজ্যের সঙ্গে হরিয়ানার ভোটারের এপিক নম্বর ডুপ্লিকেট হয়েছেসবথেকে বেশি, এরপর রয়েছে গুজরাত ও অসম। এপিক কার্ড সংশোধনের ক্ষমতা কমিশন জেলাস্তরে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের হাতে দেওয়ার পরই এই সংশোধনের কাজ হয়েছে বলে দাবি। ভোটার তালিকা সংশোধন-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই বৈঠক ডেকেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। ২৮ শে মার্চ এই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

৯৬ পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড়ে ধস নামার জেরে ক্ষতিগ্রস্তদের আবাস যোজনা প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। ৯৬টি পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি' বানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও হাওড়ার বড় নিকাশি নালা ও রাস্তা তৈরির দায়িত্ব নিয়েছে কেএমডিএ। নিউটাউনে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর ঘোষণা করেন কলকাতার মেয়র।

৬ শতাংশ ডিজিটাল কর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

লোকসভায় পাশ ৩৫টি সংশোধনী বাজেট প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: লোকসভায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের অর্থবিল পাশ করিয়ে নিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। মোট ৩৫টি সংশোধনী-সহ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট প্রস্তাব সংসদীয় বিধি মেনে মঙ্গলবার অর্থবিল হিসাবে পাশ হল সংসদের নিম্নকক্ষে।

এর পরে রাজ্যসভার অনুমোদন পেলেই সম্পন্ন হয় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। কেন্দ্রীয় বাজেটে ২০২৫-২৬-এ মোট ৫০.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, যা চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় ৭.৪ শতাংশ বেশি। আগামী অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত মোট মূলধনী ব্যয় ১১.২২ লক্ষ কোটি টাকা এবং কার্যকর মূলধনী ব্যয় ১৫.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা।

মঙ্গলবার লোকসভায় বাজেট প্রস্তাবের উপর যে ৩৫টি সংশোধনী পাশ হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ৬ শতাংশ ডিজিটাল কর ('গুগল কর' নামেও যা পরিচিত) প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত। বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলিতে খরচ হবে প্রায় ৫ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা। ২০২৪-২৫-এ এই অঙ্ক ছিল ৪ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি। অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির খরচ ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি থেকে বেড়ে হবে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি।

গত ১ এপ্রিল নির্মলা সীতারমণ যে বাজেট পেশ করেছিলেন তাতে বেশ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব এসেছিল। সেগুলির মধ্যে ৩৫টি গৃহীত হয়েছে। সেই সংশোধনী-সহ অর্থবিল হিসাবে বাজেটটি লোকসভায় পাশ হল। এর পর বাজেট রাজ্যসভায় পাশ হলেই বাজেট অধিবেশন শেষ হয়ে যাব। বাজেটে ৫০.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, যা চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় ৭.৪ শতাংশ বেশি। অর্থ বিলে যে সংশোধনীগুলির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ডিজিটাল ট্যাক্স।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 04/11/2024 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 7337 নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Xess S/o. Cyril Xess ও Ashok Kumar Xess S/o. Lt. C. Xess সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 24/03/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2339 নং এফিডেভিট বলে আমি Surendra Nath Gond ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shibnarayan Gond ও Sew Narayan Mistry উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 25/03/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 1664 নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Mukherjee S/o. Dhirendranath Mukherjee ও Jaydeb Mukhertjee S/o. D. Nath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 24/03/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4046 নং এফিডেভিট বলে Provas Pal S/o. Jaydeb Pal ও Probhas Pal S/o. J. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 13/02/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, 24 পরগণা(দঃ), কোর্টে 1362 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Kumar Majhi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dulal Majhi, Dulal Majh, Dulal Chandra Majhi ও D. C. Majhi উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 24/03/2025 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 03 নং এফিডেভিট বলে Shibu Singh S/o. Benimadhab Singh ও Sibu Singh S/o. Lt. B. M. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Binod Pilaniwala Son Of Chiranjilal Pilaniwala Residing At Neamatpur, Kulti, West Bengal-713359, Do Hereby Declare That Inadvertently By My Name Has Been Recorded As Binod Kumar Pilaniwala Instead Of Binod Pilaniwala In Educational Certificates And Binod Kumar Chiranjiv Lal Pilaniwala In Voter Card Of My Son Ramesh Pillaniwala. My Actual Name Is Binod Pilaniwala. That Ramesh Pillaniwala Son Of Binod Kumar Pilaniwala And Binod Kumar Chiranjiv Lal Pilaniwala Are The One And Same Identical Person. Vide Affidavit No-3350 Dt. 12/03/2025 Before The 1st Class Judicial Magistrate At Ali Pore, Kolkata.

Change of Name

I, **JIVAL CHORAWALA** S/o **CHETAN BHARATKUMAR CHORAWALA** & **KSHAMA CHETAN CHORAWALA**, Permanent residing at 91, Vishal Soc, Bhatar Road, Surat City, P.O. : Althan - 395017, P.S. : Surat City, Dist. : Surat, Gujarat and Present residing at Nehru Hall of Residence IIT Kharagpur, P.O. : IIT Technology 721302, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, shall henceforth be known as **JIVAL CHORAWALA** S/o **CHETAN CHORAWALA** & **KSHAMA CHORAWALA** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit No. 1779 Dated 21/03/25. **JIVAL CHORAWALA** S/o **CHETAN BHARATKUMAR CHORAWALA** & **KSHAMA CHETAN CHORAWALA** and **JIVAL CHORAWALA** S/o **CHETAN CHORAWALA** & **KSHAMA CHORAWALA** both are same and identical person.

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি চৈতালী দেব, আমার ঠিকানা নবপল্লী, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৬। গত ১০/০৩/২৫ তারিখে আলিপুর পুলিশ কোর্টের এফিডেভিট (ক্রম নং -৭৬ ২০২৫) দ্বারা আমি আমার নাবালক ছেলের নাম রিমন কাঁড়ার থেকে উজ্জয়ন দেব কাঁড়ার পরিবর্তন করলাম ভবিষ্যতের সব রকম কাজের জন্য।

NOTICE

This is to inform that, my client **JATAN SARKAR** S/o Late Sudhir Sarkar residing at Srikrishnapur, P.O.- KGP, P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301 executed General Power of Attorney in respect of 13.5 Dec. property, vide Deed No IV-86/20 at Kharagpur A.D.S.R on 03/03/2020 in favour of **Ramen Palmal** S/o Abinas Palmal, R/o- Nankar, P.O- Shyamraipur, P.S-KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, in respect of 13.5 Dec. property, R.S. Plot No. 82 & LR Plot No. 290, Khatian No. 80/1 (R.S.), 970 (L.R.), J.L. No.191, Mouza- Srikrishnapur, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 10 Dec. area of the said property to **Arti Kesherwani** W/o Amar Kumar Kesherwani R/o Kharida, P.O. : KGP, P.S. KGP(T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-1575/24 of Kharagpur A.D. S.R. on 23/02/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

শ্রীমতী দীপান্বিতা বিশ্বাস পিতা স্বর্গীয় দেবাশীষ বিশ্বাস (স্বামী কল্লোল মজুমদার), সাং-খামারশিমুলিয়া দক্ষিনপাড়া, পোঃ-খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, গত ইংরাজী ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হাঁসখালী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-3376/23 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রীমত্যা দিপীকা বিশ্বাস** স্বামী স্বর্গীয় দেবাশীষ বিশ্বাস, সাং-খামারশিমুলিয়া [illegible]

[illegible]

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। -ঃ **তপশীল** :- জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-পূর্ব খামারশিমুলিয়া, জে.এল.-৪০, এল.আর. খতিয়ান-৯১৯, এল.আর. ২৩৮০ নং দাগে আউশ জমি, মোট ০১.৪৫ শতক এবং এল.আর. ২৩৮৮ নং দাগে বাড়ী জমি, মোট ০১.৩৯ শতক জমি ও অন্যান্য দাগের আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।
শম্ভু অধিকারী (উকিলবাবু), রানাঘাট কোর্ট

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]
Prasun Mukhopadhyay
Advocate, Kalyan Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]
Prasun Mukhopadhyay
Advocate, Kalyan Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]
Bidesh Pramanik, Advocate
KRISHNANAGAR JUDGE'S COURT

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
আমমোক্তার নামা

[illegible]

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]
অরুণ সাঁতরা (অ্যাডভোকেট)
তাং - ১৮.০৩.২০২৫, জাজেস কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]
অরুণ সাঁতরা (অ্যাডভোকেট)
তাং - ১৮.০৩.২০২৫, জাজেস কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬শে মার্চ। ১২ই চৈত্র , বুধবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে সেলসফোর্সের সঙ্গে অংশীদারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেলসফোর্স এআই সিআরএম, বন্ধন ব্যাংকের সঙ্গে তাদের নতুন সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য বন্ধন ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা এবং গ্রাহকদের জন্য একটি সিম্পল এবং ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রদান করা। বন্ধন ব্যাংক, যা ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ৬,৩০০টি আউটলেট পরিচালনা করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে তারা। বন্ধন ব্যাংক তার বিভিন্ন ঋণ ব্যবস্থাকে সেলসফোর্স-এর মাধ্যমে চালিত শ্রেষ্ঠ এআই-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছে, যার ফলে একটি দ্রুত, কার্যকর এবং স্মার্ট ঋণ অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে কোর ব্যাংকিং সিস্টেম রূপান্তরের পর, ব্যাংক তার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, পণ্য উদ্ভাবন এবং অপারেশনাল উৎকর্ষতার মাধ্যমে দ্রুত, আরও কার্যকরী এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সেলসফোর্স-এর লাইটনিং প্ল্যাটফর্ম, যা হাউজিং ফাইন্যান্স-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। সেলস ক্লাউড, যা বাণিজ্যিক ঋণের জন্য ব্যবহৃত হয়, বন্ধন ব্যাংককে সম্পূর্ণ ঋণ জীবনচক্র, গ্রাহক অনবোর্ডিং, ক্রেডিট মূল্যায়ন, অনুমোদন, বিতরণ এবং সেবাকে আরও সরলীকৃত ও কার্যকরী করতে সহায়তা করছে। অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, সেলসফোর্স, দক্ষিণ এশিয়া, বলেন, 'ব্যাংকিং একটি বৃহৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটি আরও বুদ্ধিমান, স্বয়ংক্রিয় এবং গভীরভাবে গ্রাহক-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। বন্ধন ব্যাংকের প্রযুক্তি-ভিত্তিক রূপান্তর প্রমাণ করে যে এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তি আর্থিক সেবায় গতি এবং আস্থা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে শক্তিশালী।'

ঠাকুরনগরে মহা মেলার জন্য পূর্ব রেলের বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঠাকুরনগরে মহা মেলা উপলক্ষে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলাতে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগ। ২৬ ও ২৭ মার্চ এই দুই দিনে মোট ৮টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন (৪টি আপ ও ৪টি ডাউন) চালানো হবে। এই বিশেষ ট্রেনগুলি ঠাকুরনগর থেকে গেদে, লালগোলা, ক্যানিং এবং নামখানা রুটে চলবে এবং পথের সমস্ত স্টেশনে থামবে। বিশেষ ট্রেনের মধ্যে গেদে থেকে ছাড়বে ২৬ মার্চ, সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে, ঠাকুরনগরে পৌঁছবে সকাল ৯টায়। ঠাকুরনগর গেদে স্পেশাল (বনগাঁ-রানাঘাট হয়ে) ঠাকুরনগর থেকে ছাড়বে ২৭ মার্চ, বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে, গেদেতে পৌঁছবে সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট। লালগোলা, ঠাকুরনগর স্পেশাল (রানাঘাট-বনগাঁ হয়ে) লালগোলা থেকে ছাড়বে ২৬ মার্চ, ভোর ৪টা ৫০ মিনিট, ঠাকুরনগরে পৌঁছবে সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে। ঠাকুরনগর , লালগোলা স্পেশাল (বনগাঁ-রানাঘাট হয়ে) ঠাকুরনগর থেকে ছাড়বে ২৭ মার্চ, বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিট, লালগোলায় পৌঁছবে রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে। ক্যানিং, ঠাকুরনগর স্পেশাল (বালিগঞ্জ-দমদম হয়ে) ক্যানিং থেকে ছাড়বে২৬ মার্চ, সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে, ঠাকুরনগরে পৌঁছবে সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। ঠাকুরনগর , ক্যানিং স্পেশাল (দমদম-বালিগঞ্জ হয়ে) ঠাকুরনগর থেকে ছাড়বে ২৭ মার্চ, সন্ধ্যা ৫টায়, ক্যানিংয়ে পৌঁছবে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে। নামখানা , ঠাকুরনগর স্পেশাল (বালিগঞ্জ-দমদম হয়ে) নামখানা থেকে ছাড়বে২৬ মার্চ, ভোর ৫টায়, ঠাকুরনগরে পৌঁছবে সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে। ঠাকুরনগর, নামখানা স্পেশাল (দমদম-বালিগঞ্জ হয়ে) ঠাকুরনগর থেকে ছাড়বে ২৭ মার্চ, বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে, নামখানায় পৌঁছবে রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে।

২৪শে মার্চ কলকাতার গার্ডেন রিচের এসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতালে বিশ্ব যদা দিবস উদযাপনের সময় যদা যোদ্ধাদের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এজিএম সৌমিত্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসা পরিচালক ডা. অঞ্জনা মালহোত্রা এবং প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক উপিন্দর সিংও।

মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি মঙ্গলবার অরেঞ্জ লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার মেট্রো স্টেশন অংশ পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ে এবং আরভিএনএলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

নবান্নর কাছে মন্দিরতলায় উল্টে গেল কন্টেনার: ভোরবেলায় আচমকাই যানজটে থমকে গেল মন্দিরতলা মোড়। মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ একটি মালবোঝাই কন্টেনার উল্টে যায় নবান্নর কাছেই। সেই কন্টেনার রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি ভাবে পড়ে থাকায় মন্দিরতলা থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর পথে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে মন্দিরতলা মোড় হয়ে আন্দুল রোডের সংযোগকারী পথেও যানজট তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খিদিরপুর থেকে লিলুয়া ঝাউতলার দিকে যাচ্ছিল কন্টেনারটি। চালক সম্ভবত রাস্তা ভুল করে ঢুকে পড়েন মন্দিরতলায়। সরু রাস্তায় গাড়ি ঘোরানোর সময় ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায় কন্টেনারটি। স্থানীয়দের মতে, বড় গাড়িগুলি অনেক সময় ভুল করে মন্দিরতলার গলিতে ঢুকে পড়ে এবং বের হতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে।

বিচারপতি বর্মার কল রেকর্ড খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্টের কমিটি

প্রথম পাতার পর

দলনেতাকে বৈঠক ডাকবেন। বুধবার সেই বৈঠক হতে চলেছে।

উল্লেখ্য, সোমবার সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের তরফে বিচারপতি বর্মার বদলির সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। কেন্দ্রের সবুজ সঙ্কেত মিললেই বদলির বিষয়টি সম্পন্ন হবে। তবে তাঁর বদলির খবর প্রকাশ্যে আসার পরই অসন্তোষ প্রকাশ করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা। হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল তিওয়ারি বলেন, 'ভারতের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, বিচারপতি বর্মাকে যেন এলাহাবাদ হাইকোর্ট বা অন্য কোনও আদালতে বদলি করা না হয়। কারণ, কোনও আদালতই আবর্জনার স্তূপ নয়।' একই সঙ্গে তাঁরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতিরও ডাক দিয়েছেন।

এমএসএমই কৃষি-সম্পদ কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটি শীর্ষস্থানীয় সরকারি খাতের ইউকো ব্যাংক এমএসএমই কৃষি ঋণ কার্নিভাল চালু করেছে। যার লক্ষ্য হল ভারতজুড়ে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা। এই উদ্যোগটি ভারত সরকারের উদ্যোক্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানটি এমএসএমই এবং কৃষি ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণের সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে, উৎপাদনশীলতা, আধুনিকীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, ব্যাংকিং পেশাদার এবং শিল্প প্রতিনিধিরা এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন অবিনাশ শুক্লা, জিএম ডিজিটাল ব্যাংকিং এইচও, আর এন বিশ্বাস, জিএম ডিআইসি কলকাতা, অমিত রাজ, ডিজিএম ও জোনাল প্রধান কলকাতা, রবি যোগেশ, এজিএম ও এসএমই প্রধান, কলকাতা এবং ইউকো ব্যাংক কলকাতা জোনাল অফিসের শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক ঋণগ্রহীতা এবং বিভিন্ন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

হাওড়ায় দুর্গতদের পাশে রাজ্যপাল, পাঠালেন চিকিৎসা ও ত্রাণ সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্যোগের জেরে বিপর্যস্ত হাওড়া। অসহায় মানুষ দিন কাটাচ্ছেন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের নির্দেশে রেড ক্রসের বিশেষ দল এসে পৌঁছল হাওড়ায়। তাঁদের মূল লক্ষ্য দুর্গতদের চিকিৎসা সহায়তা, ত্রাণ বিতরণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয়ে বহু মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, জীবিকা হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন অনেকে। খাবার, পানীয় জল, ওষুধের অভাবে মানুষ কার্যত দিশেহারা। রেড ক্রসের কর্মকর্তারা জানান, দুর্গত এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যার ফলে রোগের আশঙ্কা বাড়ছে। রেড ক্রসের প্রতিনিধি দলের আউটার ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মন্দিরা চক্রবর্তী বলেন, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, খাবারের সংকট তীব্র হয়েছে। আমরা প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা শিবির স্থাপন করব, হাইজিন কিট, শিশুদের জন্য বিশেষ খাদ্য ও জরুরি ওষুধ সরবরাহ করব।' রেড ক্রস জানিয়েছে, রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় তারা ত্রাণ বিতরণ, মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন ও জরুরি সামগ্রী সরবরাহের কাজ করবে। সংস্থার এক প্রতিনিধি বলেন, 'এই দুর্যোগে বড় চিন্তার বিষয় হল আশ্রয়হীন মানুষদের সুরক্ষা দেওয়া। আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা।' রেড ক্রসের দল হাওড়ায় পৌঁছনোর পর রাজ্যপাল স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। দুর্গতদের পুনর্বাসনই এখন প্রশাসনের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। তিনি বলেন, 'ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৬ মার্চ ২০২৫, ১২ চৈত্র, বুধবার

ক্যাম্পাসে ঢুকতে ‘বাধা’, আদালতের শরণাপন্ন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে চলছে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। আর তারই জেরে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। এই বিষয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আবেদনও করেন আদালতে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে এই বিষয়ে আবেদন জানানো হয়। এদিকে মঙ্গলবারও ক্যাম্পাসে অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় যাননি বলে খবর।

এদিকে সূত্রে খবর, সোমবার থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। গতকাল তিনি বিক্ষোভের সময় ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা পান। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁর নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের ক্যাম্পাসের বাইরে বার করে দেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার পর বিক্ষোভ আরও ছড়িয়েছে। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে ফের শুরু হয় বিক্ষোভ। জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসের ভিতর ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পড়ুয়াদের একাংশ। শুধু তাই নয়, অস্থায়ী উপাচার্যের ঘরের দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘরের সামনে বসেই চলে বিক্ষোভ, অবস্থান কর্মসূচি। কেবল উপাচার্যের ঘরের সামনেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের দুটি দরজাতেও বিক্ষোভ চলছে। যতক্ষণ এই সমস্যার সমাধান না হবে, আন্দোলন চলবে। এমনই দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা। ক্যাম্পাসের অশিক্ষক কর্মীরাও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই আন্দোলন চলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা। ক্যাম্পাসে স্থায়ী উপাচার্যের দাবি ফের তোলা হয়।

আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চাইলেন চিকিৎসক আশিস পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর আর্থিক দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি চাইলেন জুনিয়র চিকিৎসক আশিস পাণ্ডে। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে এমনই আর্জি জানান তিনি। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে আরজি কর আর্থিক দুর্নীতির মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়ার শুনানি ছিল। তাতে আশিসের তরফের আইনজীবী মামলা থেকে মক্কেলের অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। এর পাশাপাশি আশিসের তরফে আইনজীবী আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজের মক্কেল আশিসকে নির্দোষ দাবি করেন। তারপর মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। এছাড়াও মঙ্গলবার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ এবং দেহরক্ষী আশরাফ আলি খান এবং জুনিয়র চিকিৎসক আশিস পাণ্ডে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বাকি চার অভিযুক্ত আগেই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। সিবিআইয়ের আইনজীবীদের তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে লিখিত নথি পেশ করা হয়।এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ এপ্রিল। প্রসঙ্গত, আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আশিসকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই আধিকারিকরা। সন্দীপ ঘোষের ‘ঘনিষ্ঠ’ হিসাবেও পরিচিত তিনি। আরজি কর কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র প্রসঙ্গ উঠে আসতে শুরু করে। তখনও নাম উঠে আসে এই আশিসের।

রাজস্ব আদায়ে ফাঁকি রুখতে নতুন পোর্টাল আনছে পঞ্চায়েত দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে রাজ্য সরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করছে। এরই অঙ্গ হিসাবে এবার রাজস্ব আদায়ে ফাঁকি রুখতে নতুন পোর্টাল আনছে পঞ্চায়েত দফতর। এর ফলে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তিনটি স্তরেই হাতে লেখা রশিদ দেওয়ার দিন শেষ হতে চলেছে পুরোপুরি। সেই জন্য চালু করা হচ্ছে একটি নতুন পোর্টাল।এতদিন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আর্থিক লেনদেনের হিসেব রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জিপিএমএস) পোর্টাল ব্যবহার করা হতো। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ব্যবহার হতো আইএফএমএস-সরল। এবার তিনটি স্তরেই ‘সহজ-সরল’ পোর্টাল ব্যবহৃত হবে। জেলাশাসকদের ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়েছে পঞ্চায়েত দফতর। নবান্নের সরকারি সূত্র জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়। ঘাট, মাঠ, বাড়ির মতো নিজস্ব সম্পত্তি লিজ বা ভাড়া বাবদ প্রচুর রাজস্ব থেকে শুরু করে দরপত্র সংক্রান্ত টাকা জমা পড়ে প্রতিদিন। পাশাপাশি, নানা খাতে বহু টাকা খরচও হয়। কিন্তু যাঁরা টাকা জমা দিচ্ছেন, তাঁরা শুধুমাত্র হাতে লেখা একটি রসিদ হাতে পান। এবার থেকে তাঁরা ‘সহজ-সরল’ পোর্টালের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বেরিয়ে আসা রসিদ পাবেন। সেই মুহূর্তে ওই লেনদেনের তথ্য উঠে যাবে পোর্টালে। ফলে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি চালাতে কোনও সমস্যা হবে না। একইভাবে টাকা খরচের ক্ষেত্রে ১০ দিন পরে ‘এন্ট্রি’ করা বা মাসের শেষে অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার প্রবণতায় ইতি টানা যাবে বলে মত প্রশাসনিক কর্তাদের।বর্তমান ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতগুলি বিল মেটানোর সময় ‘ম্যানুয়ালি’ বা হাতে লেখা রসিদ দেয়। প্রশাসনিক পরিভাষায় একে বলা হয় ‘পাস ফর পেমেন্ট’। এবার থেকে এই রসিদও মিলবে পোর্টাল থেকে। এখানেই শেষ নয়, ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট কোডিফিকেশন অনুযায়ী কোন কোন খাতে খরচ করা যাবে, তারও ‘অ্যাকাউন্ট হেড’ বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই নয়া নিয়মে।

শিক্ষকের পেনশন বিভ্রাট, সমস্যা মিটল আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে স্কেলে বেতন দেওয়া হল, সেই স্কেলে পেনশন পাচ্ছেন না, এমনই অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। অবশেষে মিলল স্বস্তি। বর্ধমানের দধিয়া গোপালদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আধুল কালাম আজাদ। বিকম পাশ করে ওই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ১৯৮৬ সালে ‘গ্র্যাজুয়েট’ হিসেবে স্কুলে চাকরি শুরু করেন। পরে ওই স্কুলে বাংলায় শূন্যপদ থাকায় তাঁকে বাংলা পড়ানোর দায়িত্ব দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে এও জানা গেছে, বাংলা পড়ানোর জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলায় স্নাতকোত্তর পাশ করেন আধুল। তাঁর অভিযোগ, অবসরের আগে অর্থাৎ ২০১৫ সাল পর্যন্ত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বেতন পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ২০১৫ সালে অবসর নেওয়ার পর সেই স্কেলে পেনশন পাচ্ছেন না। অভিযোগ, গ্র্যাজুয়েট হিসেবে সেই স্কেলেই পেনশন দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। ২০১৯ সালে মামলা করেন ওই শিক্ষক।

মঙ্গলবার রাজ্যের আইনজীবী ভাস্কর প্রসাদ বৈশ্য আদালতে জানান, জেলা পর্যবেক্ষক নতুন স্কেলে টাকা দেওয়ার অনুমতি দেননি। কারণ প্রশ্ন ওঠে, স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই ওই শিক্ষককে রেগুলার কোর্সে কীভাবে স্নাতকোত্তর করার অনুমতি দেওয়া হল তা নিয়ে। এদিকে শিক্ষক আধুল কালাম আজাদের আইনজীবী বেনজির আহমেদ জানান, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে অনুমতি দিয়েছিল। সব বিষয় জেনেও ডিআই-কে তা জানানো হয়নি। তিনি রেগুলার কোর্সে স্নাতকোত্তর পাশ করেননি বলেও জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ওই ব্যক্তি নিজে স্কেল ঠিক করেন না। ১৬ বছর ধরে স্কুলে হায়ার স্কেলে বেতন পেলেও কেউ তখন বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানায়নি। অথচ অবসরের পর উল্টো যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এরপরই শিক্ষককে এক মাসের মধ্যে যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, ২০২৫ সাল পর্যন্ত যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে তাঁকে।

দমদম এয়ারপোর্টে শুরু নতুন এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম এয়ারপোর্টে শুরু নতুন এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল। যার পরীক্ষামূলক সফল ট্রায়াল রান শুরু হল, এমনটাই খবর দমদম বিমানবন্দর সূত্রে। এখন থেকে লাগাতার তিন মাস, প্রত্যেকদিন ধরে চলবে এই ট্রায়াল রান। প্রয়োজন বুঝে আরও আধুনিক করা হবে সিস্টেম। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বাতিল বা ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না কলকাতার পুরনো এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল ভবন। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, সোমবার দুপুর থেকেই আকাশ দেখা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয় কলকাতার নয়া এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল ভবনের। ১৮৭ ফুট উচ্চতার নতুন এটিসি টাওয়ারটি আগের টাওয়ারের থেকে লম্বা। পুরনো এটিসির উচ্চতা ১১২ ফুট। নতুন টাওয়ারের অপারেশনাল কন্ট্রোল এরিয়া হবে ২,৪৭৫ বর্গফুট, যা পুরনো টাওয়ারের থেকে প্রায় দ্বিগুণ। দুপুর ২টো থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলছে এই ট্রায়াল রান। এই দু’ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা বিমানবন্দরে প্রায় ৪০টি বিমান অবতরণ করে ও উড়ে যায়। নতুন টাওয়ারটি কার্যকর হওয়ার সময় প্রায় আটজন সেখানে দায়িত্ব পালন করবেন। যোগাযোগ, নেভিগেশন এবং নজরদারি শাখার টেকনিশিয়ানরা এটি পরিচালনা

করবেন। এর পাশাপাশি এটিসির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে সিআইএসএফ। এরিয়া কন্ট্রোল এবং টেকনিক্যাল ব্লক নিয়ে গঠিত নতুন এয়ার ট্র্যাফিক নেভিগেশন কমপ্লেক্সের বাকি অংশ একটি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীরা পাহারা দেবেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দমদম বিমানবন্দরের পুরোনো যে এটিসি রয়েছে সেটিতে আধুনিক সুবিধা আছে। তবে সিস্টেমটি অনেক পুরনো। ১৩ বছর আগেকার সেটি। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নতুন এটিসি পুরোদমে চালু করতে আরও ১৮ থেকে ২৪ মাস সময় লাগতে পারে। যেহেতু এটা দীর্ঘ সময় তাই প্রতিদিন ২ ঘণ্টা ট্রায়ালের মাধ্যমে আপাতত সেটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে এও জানানো হয়েছে, সোমবার-শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪ টের মধ্যে এয়ার কন্ট্রোলের কর্মীরা একেবারে নতুন এটিসি থেকে কাজ করবেন। তাঁরা বিমানবন্দরে আসা এবং ছেড়ে যাওয়া বিমানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এছাড়া, বিমানগুলির অবতরণ এবং উড়ান তদারকি করবে। আগের যে এটিসি রয়েছে সেটিও ট্রায়ালের সময় ‘হট স্ট্যান্ডবাই’-তে রাখা হবে। প্রতি সপ্তাহে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ২ ঘণ্টা ধরে লাইভ ট্রায়াল চালানো হবে। বর্তমানে বিমানবন্দরে যে এটিসি টাওয়ার রয়েছে, সেটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে কাজ করবে নতুন এটিসি।

কাঁথির সমবায় নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাস তিনেক আগেই কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন সামাল দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির আরও একটি সমবায় নির্বাচন। সেখানেও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কি না তা নিয়ে উঠল প্রশ্ন। কারণ, কাঁথি সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার এক মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, শনিবার কাঁথির ওই সমবায়ে নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন স্বপন বেরা নামে এক ব্যক্তি। এরপর এদিন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি দাশগুপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বপন বেরার আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। আবেদনকারীর বক্তব্য, আগামী শনিবার (২৯ মার্চ) ওই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন রয়েছে। সেখানে শাসকদলের সমর্থিত প্রার্থীরা অশান্তি করতে পারে। আদালতে সেই আশঙ্কা জানিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের আবেদন জানান স্বপন বেরা। চলতি সপ্তাহে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর ওই সমবায় ব্যাঙ্কে ভোটগ্রহণের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সিসিটিভি ক্যামেরাও ছিল। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কে ১০৮টি আসন। সেখানে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হন ১০১টি আসনে। একটি আসনে জিতেছিলেন নির্দল প্রার্থী। আর ৬টি আসনে জয়ী হন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা।

বেলগাছিয়া কাণ্ডে কলকাতার ওপর বাড়ল জঞ্জালের চাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ওপর জঞ্জালের চাপ বাড়ল। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, হাওড়ার বেলগাছিয়া কাণ্ডের জেরে এবার প্রতিদিন হাওড়া থেকে ৩০০ মেট্রিক টন বর্জ্য আসবে ধাপায়। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, ২০২৪ সাল থেকে পানিহাটির জঞ্জালও এই ধাপাতেই এনে ফেলা হচ্ছে। বেলগাছিয়ার ভাগাড় এলাকায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে চরম দুর্ভোগে সেখানকার মানুষ। ফাটল নজরে আসার পরই রাতারাতি বাড়ি ছাড়তে হয় তাঁদের। এমনকী আকাশের নিচে ত্রিপল খাটিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। এহেন পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধানে মঙ্গলবার বৈঠকে বসে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সূত্রের খবর, সেখানেই এই আবর্জনা ফেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে খবর। এছাড়াও হাওড়ার বাকি ২৫০ টন বর্জ্য আপাত ফেলা হবে বৈদ্যবাটি পুরসভায়। কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর, হাওড়া থেকে আসা বর্জ্য আপাতত ধাপার জৈব সার কারখানায় ফেলা হবে। সেখানে জঞ্জাল পুনর্নবীকরণের কাজ হবে। তবে যেভাবে কলকাতার ধাপায় আবর্জনার চাপ বাড়ছে তাতে এভাবে আর কতদিন প্রতিবেশী পুরসভার জঞ্জালের বোঝা বওয়া যাবে, তা নিয়ে সন্দিহান পুরকর্তারা। পুরসভার এক কর্তা বলেন, আবর্জনার চাপ কমাতে রাজারহাটের পাথরঘাটায় নতুন প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হচ্ছে। তবে সেটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ধাপার চাপ বাড়বে বৈ কমবে না। কারণ, বর্তমানে বিধাননগর, নব দিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি, নিউ টাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি এবং পানিহাটি মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য ধাপায় জমে। এবার সেই সঙ্গে প্রতিদিন জমা হবে বিস্তীর্ণ এলাকার জঞ্জালও।

বামেরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সনাতনীদের পিছিয়ে দিয়েছিল: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা ৩৪ বছরের বামজমানায় ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে বাংলার সনাতনীদের পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার শ্যামনগর মাতৃপল্লীর মুক্তি সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম বর্ষ বজরংবলী পুজোয় হাজির হয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, বামআমলে পিছিয়ে পড়া সনাতনীরা এখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। সনাতন ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দিলেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, ‘সনাতন ধর্মের মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করি। আজ ঘরে ঘরে হনুমান

চল্লিশা পাঠ করা হয়। কারন, ভগবান রামের সবচেয়ে বড় ভক্ত বজরংবলী। তাই কেউ বিপদে পড়লেই বজরংবলীকে স্মরণ করেন।’ এদিন মুক্তি সংঘের বজরংবলীর পুজোয় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার অফিস সম্পাদক প্রণব মন্ডল, প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস, শ্যামল তলাপত্র, অভিজিৎ দাস, অজয় ভট্টাচার্য, টিঙ্কু মজুমদার, দোলা শীল, দীপঙ্কর প্রামানিক প্রমুখ। পুজোর আয়োজক টিঙ্কু মজুমদার বলেন, শক্তি দেবের কাছে তাঁর প্রার্থনা যাতে বঙ্গের সনাতনীরা একজোট হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে সনাতনীদের বেশি করে জাগরিত হতে হবে। পুজোর আরেক আয়োজক অজয় ভট্টাচার্য বলেন, তাঁরা পাঁচ বছর ধরে বজরংবলীর পুজো করছেন। তাঁর দাবি, রামচন্দ্রের প্রথম ভক্ত বজরংবলী। সনাতনীদের শক্তি যোগাতে তাই বজরংবলীকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব তালবাগান এলাকায় বাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার প্রাক্তন সেনাকর্মীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। মৃতের নাম কমল সরকার। তিনি প্রাক্তন সেনা কর্মী ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির নিচে রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে তাঁর মা চিৎকার করে ওঠেন। চিৎকার শুনে আশেপাশে বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে টিটাগর থানার পুলিশ এবং ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান উত্তম দাস ও স্থানীয় কাউন্সিলর জয়দীপ দাস। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। আত্মহত্যা নাকি অসাবধানবশত ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ওই প্রাক্তন সেনা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারন জানা যাবে। স্থানীয় কাউন্সিলর জয়দীপ দাস বলেন, অনুমান করা হচ্ছে, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ওনার মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর উনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। অপরদিকে পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে প্রাক্তন সেনা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে নাকি নিজেই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

এম জি রোড থেকে উধাও টোটো

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের এম জি রোড থেকে আস্ত একটি টোটো উধাওয়ের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে রাহুল সাউ নামে স্থানীয় এক টোটো চালক এম জি রোডের ধারে গ্যারেজে টোটো চার্জে বসিয়ে করে রেখে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি দেখেন তাঁর টোটো উধাও। টোটো চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন। অভিযোগ, এলাকায় পুলিশি নজরদারি না থাকার একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটেই চলেছে। টোটো চালক রাহুল সাউ টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ টোটো চুরির সেই দৃশ্য ধরাও পড়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ টোটো চুরির ঘটনায় জড়িতদের খোঁজ চালাচ্ছে। টোটো চালক রাহুল সাউ জানান, সোমবার রাতে গাড়ি গ্যারেজে রেখে চার্জে বসিয়ে বাড়িতে চলে যান। মঙ্গলবার সকালে এসে দেখেন গ্যারেজ থেকে তাঁর টোটো উধাও। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ভোরের দিকে মাথায় টুপি পড়া একজন এসে তালা ভেঙে তাঁর টোটো নিয়ে চম্পট দিল। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিমা বর্মণ বলেন, এখানে গরিব মানুষজনের বসবাস। টোটো চালিয়ে আয়ের ওপর রাহুলের সংসার চলত। তদন্ত করে পুলিশ চুরি যাওয়া টোটো খুঁজে বের করুক।

লরির ধাক্কায় ভাঙল রেলগেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রেলগেট ভেঙে বিপত্তি সোদপুরে। মঙ্গলবার দুপুরে রেলগেট পেরোনোর সময় একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে সোদপুর ও খড়দা স্টেশনের মধ্যবর্তী ৮ নম্বর রেলগেটে। মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সেই গেটটি ভেঙে যায়। এর ফলে ওই লেভেল ক্রসিং দিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়। রেলগেট ভেঙে যাওয়ার ঘটনাস্থলে আসে খড়দা থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ। রেল আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই আপ এবং ডাউন লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করে। তাছাড়া গির্জা মোড় এবং কাঁচকল মোড় থেকে সোদপুর ৮ নম্বর রেলগেটের দিকে আসা যানবাহন আটকে দেওয়া হয়। রেলগেটের লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকায় অনেককেই সাইকেল কাঁধে নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি লরি সোদপুর রাসমণি মোড় থেকে বিটি রোডের দিকে যাচ্ছিল। ৮ নম্বর রেলগেট পার করার সময় লরিটি সজোরে ধাক্কা মারে রেলগেটে। লরির ধাক্কায় গেটটি ভেঙে যায়। যার ফলে ওই লেভেল ক্রসিং দিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়। যদিও মেরামতির পর ওই রেলগেট খুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সোদপুর ৮ নম্বর রেলগেট ভেঙে গিয়েছিল। গেট ভেঙে যাওয়ার সাধারণ মানুষজন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

বিধাননগরে যোগা সেন্টারে তালা, কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের এফডি ব্লকের যোগা সেন্টারের অবস্থা খারাপ থাকায় তার কাজ চলছিল। কিন্তু আচমকাই স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সেই কাজ বন্ধ করিয়ে সেন্টার বন্ধ করে চাবি নিয়ে চলেও যান, অন্তত এমনটাই অভিযোগ শাসকদলের কাউন্সলরের বিরুদ্ধে। এরপর এই ঘটনায় বিধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পাল্টা ওই কাউন্সিলরের দাবি, যারা অভিযোগ করেছে তারাই বেআইনি কাজ করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিধাননগরের এফডি গ্রাউন্ডের পূর্ব কোণে একটি যোগা সেন্টার রয়েছে। সেখানেই চলছিল মেরামতির কাজ। কিন্তু অভিযোগ, কাজ চলাকালীন সেখানে এসে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের বের করে দেন। তারপর যোগা সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে চাবি নিয়েও চলে যান। এরপরই এফডি ব্লক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিধাননগর থানায় এই অভিযোগই দায়ের করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, কোনও নোটিস ছাড়াই এই কাজ করেছেন কাউন্সিলর। এটা বেআইনি।

এদিকে অভিযোগকারী অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, তৃণমূল কাউন্সিলর তাঁদের সঙ্গে প্রথমে ভালই ব্যবহার করতেন। সবার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল। পুজোর প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তবে গত নভেম্বর মাসের পর থেকেই তাঁর আচরণ বদলে যায়। একইসঙ্গে অভিযোগকারী এও জানান, ‘এফডি অ্যাসোসিয়েশনে প্রত্যেক ২ বছর অন্তর নির্বাচন হয়। গত নভেম্বরে সেই নির্বাচনের সময়ে কাউন্সিলর বলেছিলেন তাঁর ইচ্ছে মতো অ্যাসোসিয়েশন চলবে। তার জন্য একজনের নামও সেক্রেটারি হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আমরা রাজি হয়নি। পরে ভোটের সময়ে তাঁর প্যানেলে দেওয়া সব প্রার্থী বিশ্রিভাবে হেরে যায়। তারপর থেকে কাউন্সিলর আর অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে আসতেন না। তখন থেকেই দ্বন্দ্ব শুরু।’ এদিকে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু ওই ভোটের সময়ে ইস্তেহারে লিখেছিলেন যোগা সেন্টার করে দেওয়ার কথা, অন্তত এমনটাই দাবি অভিযোগকারীর সঙ্গে এও জানান, সুজিত বসু উদ্যোগ নেওয়ার পরই কাউন্সিলরই যোগা সেন্টার তৈরি করে দেন। কিন্তু নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হেরে যাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কাজে বাধাও দিতে শুরু করেন তিনি। ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেকেরই ধারনা, বাণীব্রতবাবু যোগা সেন্টার দখল করার চেষ্টা করছেন। সেখানে কোনও বসার জায়গা বা অফিস করার চেষ্টা হয়তো তাঁর রয়েছে। এ ব্যাপারে অভিযোগককারী বিষয়টি নিয়ে বিধাননগরের মেয়রের সঙ্গেও কথা বলতে গেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তিনি তাঁদের চিঠি নেননি।

অরুণের কণ্ঠস্বরের পর হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কণ্ঠস্বরের পর বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআই। মঙ্গলবার অরুণ ছাড়াও আরও ৬ জন সাব-এজেন্টের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা অরুণ ওরফে চিনু হাজরার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। তখনই এই মামলায় তাঁর নাম প্রথম উঠে আসে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তদন্তে নেমে সিবিআই একাধিক ডায়েরি

বাজেয়াপ্ত করেছে। ডায়েরিতে মিলিছে ওই বিজেপি নেতার হাতের লেখা। সেখানে লেনদেনের হিসাব রয়েছে বলে দাবি সিবিআই সূত্রের। সূত্রের আরও দাবি, প্রাইমারিতে নিয়োগের জন্য ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা অরুণ হাজরা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অর্থাৎ ‘কালীঘাটের কাকু’কে দিয়েছিলেন। এছাড়াও গ্রুপ-ডি’র জন্য ১৫ কোটি, গ্রুপ-সি’র জন্য ৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য জায়গায় নিয়োগের জন্যও ৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি। তা নিয়ে অরুণ একটি চুক্তিপত্রও সই করেছিল বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেস, তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া, অরুণ হাজরা কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়ার পর এবার হাতের লেখার নুমনা নিল। সেই নমুনার সঙ্গে সিবিআইয়ের কাছে থাকা নমুনা মিলে গেলেই তা আদালতে তা জানানো হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

সম্পাদকীয়

চেষ্টা হলেও অন্ধকার গ্রামের কচিকাঁচারা আজও অন্ধকারেই রয়ে গেছে

এ বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা সিংহভাগ জুড়ে ধরা পড়েছে নেতিবাচক চিত্র। রয়ে গিয়েছে গোড়ায় গলদ। প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল-এর 'ফাউন্ডেশনাল লিটরেসি ও নিউমেরেসি রিপোর্ট' অনুযায়ী, ভারতে শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক হলেও বড় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে সেরার স্বীকৃতি। সর্বোপরি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে স্কুলছুটের জাতীয় গড় ৩.৭ শতাংশ হলেও এ রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে সেই হার শূন্য। এই শিরোপা গৌরবের। তবে সম্প্রতি 'অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট, রুরাল' (এএসইআর) নামে এক অসরকারি সংস্থার সমীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তা শুধু হতাশাব্যঞ্জক নয়, উদ্বেগেরও। আজ চতুর্থ শ্রেণির ৫.২ শতাংশ পড়ুয়া বাংলা অক্ষর চেনে না। ১৬.৪ শতাংশের অক্ষর জ্ঞান থাকলেও তারা শব্দ পড়তে পারে না। প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১৪.৩ শতাংশ ১ থেকে ৯ সংখ্যা চেনে না। সর্বোপরি তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলেও সংখ্যা চেনে না ৪.৪ শতাংশ পড়ুয়া। অধিকাংশ শিক্ষাবিদের বিশ্বাস, পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে আর শেখার তাগিদ নেই। আগ্রহটাই হারিয়েছে, জানার ইচ্ছে মরে গেছে। বিনা পরীক্ষায় উত্তরণের পাকা ব্যবস্থা থাকলে এমনই চিত্রনাট্য রচিত হয়। দিন দিন বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে শিশুমনকে আকৃষ্ট করার মতো পাঠ্যক্রম, অনুকূল পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষকদের কর্মশালা আবশ্যক। পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রয়োজন ভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। আজও ছাত্রদরদি শিক্ষকের অভাব নেই। বুনো রামনাথ, উদয়ন পণ্ডিতরা সভ্যতা থেকে হারিয়ে যান না, পরম নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে তাঁরা আজও সবটাই উজাড় করে দেন। ২০০৯ সালে 'রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট' প্রণীত হওয়ার পর সব শিশুকে শিক্ষার আঙিনায় আনার চেষ্টা হলেও অন্ধকার গ্রামের কচিকাঁচারা আজও অন্ধকারই রয়ে গেছে। আইনে উল্লেখ আছে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ, বার্ষিক মূল্যায়নের পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন আবশ্যক। কিন্তু বিনামূল্যে বইখাতা পোশাক পরিচ্ছদ শিক্ষার সরঞ্জাম দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়? আজও এক বড় সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে খেতেই আসে। যাদের জন্য শিক্ষা, তারা অপুষ্টিকে পাথেয় করে খুঁড়িয়ে চললে সভ্যতার অভিমুখও অন্ধকারের দিকেই হবে।

শব্দবাণ-২৩০

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. উকিল ৫. শোণিত, রুধির ৬. বিনয়ী ৭. ঘটনা, দুর্ঘটনা ৮. বারো বৎসর কাল ১০. চড়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অশ্ব, ঘোড়া ২. আইন অনুসারে ৩. শ্রাবণ মাস ৪. শ্রেষ্ঠ বীর ৯. শীঘ্র ১১.— কোঁচায় নমস্কার।

সমাধান: শব্দবাণ-২২৯

পাশাপাশি: ১. আবহ ৩. নরেশ ৫. রকম ৬. দস্তুর ৭. অবাধ ৯. সহজ ১১. ইগল ১২. শরম।

উপর-নীচ: ১. আকর ২ .হজম ৩. নগদ ৪. শহর ৭.অথই ৮. ধকল ৯. সন্দেশ ১০. জখম।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিক্রম রাঠোর

১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অর্চনা পূরণ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিক্রম রাঠোরের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় উন্মুক্ত চাঁদের জন্মদিন।*

বিশ্বের চালচিত্র পাল্টে দেওয়া ভূ-রাজনৈতিক প্রবণতা ও ভারতের পথ চলা

অমিতাভ কান্ত
ভারতের জি-২০ শেরপা এবং নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও।

যখন আন্তর্জাতিক স্তরে সহায়তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, ঠিক তখনই এবিষয়ে এতদিন ধরে কার্যকর থাকা সংস্থাগুলি তাদের ক্ষমতা হারাচ্ছে। প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে রাষ্ট্রসংঘ। বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা ইতিমধ্যেই ১.৫ ডিগ্রি সেলশিয়াস ছাড়িয়েছে। প্রতিনিধিত্ব এবং অগ্রাধিকার-দুটি বিষয়ই চরম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ বিশ্ব। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কার্যত নিষ্ক্রিয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা(ডব্লুটিও)-র হাতে বিবাদ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থাপনা নেই। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অর্থায়নে ব্যর্থ কপ২৯। ইউক্রেন-গাজা-সুদান সর্বত্রই তীব্র সংঘাত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি এবং আর্থিক সুস্থিতির অভাব মোকাবিলায় জাতিগত সীমানা অপ্রাসঙ্গিক। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সেকেলে প্রতিষ্ঠান দিয়ে হবে না-একথা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন একাধিকবার। আন্তর্জাতিক স্তরে এমন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠা উচিত যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দক্ষিণ বিশ্ব এবং যা কয়েকটি মাত্র পক্ষের কুক্ষিগত নয়। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে এই সময়টি অপার সুযোগ ও সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।

ট্রাম্প প্রশাসন শুল্কের বদলে পাল্টা শুল্ক এবং 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' নীতি অনুসরণ করছে সর্বস্বপণ করে। অতীতের জোট সঙ্গীদের পুনসংজ্ঞায়ন এবং পুনর্বিন্যাসেও উদ্যোগী ট্রাম্প প্রশাসন। ইউরোপ এবং এশিয়ায় আমেরিকার জোটে থাকা দেশগুলি তা টের পাচ্ছে ভালোভাবেই। এইসব পদক্ষেপের লক্ষ্য হল, বাণিজ্য ভারসাম্য স্থিতিশীল করে এবং সরকারী খরচ কমিয়ে মার্কিন অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। একইসঙ্গে, প্যারিস চুক্তি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(ডব্লু এইচ ও) এবং তারও আগে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস-আইসিজে) থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরফলে বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক বিন্যাসে শূন্যতার পরিসর তৈরি হচ্ছে। তা বেশিদিন থাকবে না- অচিরেই প্রতিযোগী অন্যান্য শক্তি ওই পরিসরের দখল নেবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পক্ষ। তবে এটাও বলতে হয় যে আমরা বর্তমানে আবার এক বহুপাক্ষিক বিশ্বের সূচনা লগ্ন প্রত্যক্ষ করছি। খণ্ডিত বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই, জ্বালানি সংক্রান্ত ভূ-রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক নানান প্রশাসনিক সংস্থার ভূমিকা ও ক্ষমতা হ্রাস বর্তমানের অতিস্পষ্ট ভূ-রাজনৈতিক প্রবণতা। বিশ্বের এই পরিবর্তনশীল চালচিত্রের মধ্যে দিয়েই পথ খুঁজে নিয়ে এগোতে হবে ভারতকে।

খণ্ডিত বিশ্বায়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বায়নের যে অধ্যায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা শেষ হওয়ার পথে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক আঙিনায় তীব্র সংকটের পর থেকেই খণ্ডিত বিশ্বায়নের জমানা শুরু হয়েছে। তাকে আরও দ্রুত করেছে বাণিজ্য যুদ্ধ। কোভিড-১৯ অতিমারী সারাবিশ্বের সরবরাহ শৃঙ্খলকে তছনছ করে দেওয়ায় বিভিন্ন দেশ এবং বাণিজ্যিক সংস্থা পরিবর্ত সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রাম্প প্রশাসন শুল্কের পাল্টা শুল্ক নীতি ফের কার্যকর করায় বাণিজ্য যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে। পাল্টা শুল্ক আরোপ কিংবা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুল্ক আরোপ- যাই হোক না কেন এই বাণিজ্য যুদ্ধ সারাবিশ্বে ব্যবসার দুনিয়ার খোল-নলচে পাল্টে দেবে। প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং শিল্পনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে এই বিষয়টি। একের পর এক দেশ অর্থনৈতিক সংরক্ষণবাদকে আঁকড়ে ধরছে এবং নিজেদের কৌশলগত শিল্পক্ষেত্রের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলছে- যাতে জ্বালানি সংক্রান্ত নিরাপত্তা এবং জাতীয় সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন-ডব্লুটিও) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে বলা চলে। ফলে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির পথে হাঁটছে বিভিন্ন দেশ। মৈত্রী ভাবাপন্ন দেশে উৎপাদন এবং সেখান থেকে পণ্য ও পরিষেবার সংস্থান (ফ্রেন্ড শোরিং) ,এর পাশাপাশি পরিবর্ত সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার এই প্রবণতা ভারতের সামনে অপার সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন, কৌশলগত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সমঝোতা এবং ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস নিশ্চিত করে আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারি অনায়াসেই।

প্রযুক্তি: বিশ্ব আঙিনায় ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার রণভূমি

প্রথম থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব - বিশ্বে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার লড়াইয়ে প্রযুক্তি বরাবরই মূল চালিকাশক্তি হয়ে থেকেছে। আজকের দুনিয়ায় সেমিকন্ডাকটর, কৃত্রিম মেধা এবং অন্য নানা প্রযুক্তি রয়েছে সেই ভূমিকায়। প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিভিন্ন দেশ 'চিপ' তৈরির কাজে কোটি কোটি ডলার ঢালছে। সরকারের পাশাপাশি নানান দেশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে কৃত্রিম মেধা ক্ষেত্রে। এই প্রেক্ষিতে সাইবার যুদ্ধ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু বিপদ সম্পর্কেও উদাসীন থাকা যায় না। সাইবার যুদ্ধের জেরে বিদ্যুৎ গ্রিড সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়ে পড়তে পারে কিংবা ব্যাঙ্কের কাজকর্মও থমকে যেতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ভুয়ো তথ্যাভিযান নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, ক্ষুণ্ন করতে পারে সামাজিক সম্প্রীতি। সেজন্য সারা বিশ্বেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃজন, মালিকানা ও প্রয়োগের দায়িত্ব থাকা উচিত দায়িত্বশীল গোষ্ঠীর হাতে। দক্ষ উদ্ভাবনা, কম সময়ে লক্ষ্য অর্জন, অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার, মুক্ত উৎসের পক্ষে সওয়াল এবং দেশীয় প্রযুক্তি নির্মাণে উদ্যোগী হতে হবে আমাদের। বহুভাষিক এবং বহুকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত প্রণালী গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুফল প্রান্তিকতম মানুষটির কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকটির প্রতিরোধে সারাবিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতের নীতি অনুসারে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় বিভাজনের প্রতিরোধ করতে, তাকে আরও প্রকট করে তুলতে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সারাবিশ্বের অনুসরণীয়।

জ্বালানি এবং এসংক্রান্ত রূপান্তরের ভূ-রাজনীতি

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রয়োগের প্রবণতা এসংক্রান্ত চালচিত্রকেই বদলে দিচ্ছে। লিথিয়াম, কোবাল্ট কিংবা রেয়ার আর্থ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজে সমৃদ্ধ কিংবা এদের প্রক্রিয়াকরণে দক্ষ দেশগুলি প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। আজ, রেয়ার আর্থ খনিজগুলির আহরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ৭০-৮০ শতাংশের রাশ রয়েছে চীনের হাতে। সারাবিশ্বের সৌরসেলের ৮০ শতাংশ তৈরি হয় চীনে। ওই দেশে উৎপাদিত হয় সারাবিশ্বের বৈদ্যুতিন যানের ব্যাটারির ৭০ শতাংশ। চীনের এই বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নিয়েছে এবং জোর দিয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রসারে। এই বিষয়টি শক্তিক্ষেত্রে রূপান্তরের উদ্যোগের সামনে বড় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। বিশ্বের কার্বন বাজেটের ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যেই কাজে লাগিয়ে ফেলেছে উন্নত দেশগুলি। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে জি-৭ দেশগুলিতে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়টি ২০৩০-এর বদলে সম্পন্ন হবে ২০৩৫ নাগাদ। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে টালবাহানা করছে উন্নত দেশগুলি। এরফলে বিকাশ সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে বাধার প্রাচীর তৈরি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে। পরিবেশবান্ধব শক্তির প্রসারে আমাদের প্রয়াসকে সফল করে তুলতে নতুন ধরনের বিশ্বজোটের প্রয়োজন। পরবর্তী প্রজন্মের সৌরপ্যানেল, ইলেকট্রোলাইজার, অল্টারনেট সেল কেমিস্ট্রি ব্যাটারির মতো বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। ভারতকে এগোতে হবে প্রত্যয়ের সঙ্গে। দেশে গ্রীণ হাইড্রোজেন, সৌরশক্তি এবং বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের প্রসারে নিতে হবে জোরালো উদ্যোগ। আমাদের দরকার নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব-যাতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ(ক্রিটিক্যাল মিনারেলস) পাওয়া এবং প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টিতে বাধা না আসে।

বিশ্বজুড়ে সংঘাত বৃদ্ধির আবহে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা হ্রাস

যখন আন্তর্জাতিক স্তরে সহায়তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, ঠিক তখনই এবিষয়ে এতদিন ধরে কার্যকর থাকা সংস্থাগুলি তাদের ক্ষমতা হারাচ্ছে। প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে রাষ্ট্রসংঘ। বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা ইতিমধ্যেই ১.৫ ডিগ্রি সেলশিয়াস ছাড়িয়েছে। প্রতিনিধিত্ব এবং অগ্রাধিকার-দুটি বিষয়ই চরম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ বিশ্ব। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কার্যত নিষ্ক্রিয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা(ডব্লুটিও)-র হাতে বিবাদ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থাপনা নেই। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অর্থায়নে ব্যর্থ কপ২৯। ইউক্রেন-গাজা-সুদান সর্বত্রই তীব্র সংঘাত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি এবং আর্থিক সুস্থিতির অভাব মোকাবিলায় জাতিগত সীমানা অপ্রাসঙ্গিক। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সেকেলে প্রতিষ্ঠান দিয়ে হবে না-একথা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন একাধিকবার। আন্তর্জাতিক স্তরে এমন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠা উচিত যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দক্ষিণ বিশ্ব এবং যা কয়েকটি মাত্র পক্ষের কুক্ষিগত নয়। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে এই সময়টি অপার সুযোগ ও সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।

আগামী দশক বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির ভবিষ্যত নির্মাণ করে দেবে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় বাস্তববোধ সম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে ভারত। দক্ষিণ বিশ্বের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে আন্তর্জাতিক আঙিনায় সংঘাতের আবহ দূর করতে আমরা প্রয়াসী। সংঘাত নয়, চাই আলোচনা- প্রধানমন্ত্রীর এই সাম্প্রতিক বিবৃতিকে মান্যতা দিয়েছে সারা বিশ্ব। কূটনৈতিক ভারসাম্যের লক্ষ্যে ভারতের উদ্যোগ এই অধ্যায়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে।

মতামত: লেখকের ব্যক্তিগত

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দোষীসাব্যস্ত ৪ জন অসুস্থ থাকায় সাজা ঘোষণায় পেশে অপারগ পুলিশ

আজও সশরীরে না হলে ভার্চুয়াল শুনানির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করার পর মঙ্গলবার সাজা ঘোষণার কথা থাকলেও, চারজন অসুস্থ থাকায় হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে পুলিশ ওই চারজনকে আদালতে পেশ করতে পারেনি। ফলে বিচারক বুধবার পুলিশকে ওই চারজন সহ বাকি আরও ন'জনকে আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে যদি অসুস্থতার কারণে ওই চারজনকে আদালতে পুলিশ পেশ করতে না পারে তা হলে তাদের ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই বর্ধমান জেলা আদালতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন উচ্চতর নেতৃত্বরা এসে হাজির হন। যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলীয় নেতৃত্বরা। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন মহামান্য আদালতের রায় নিয়ে তো কিছু বলা যাবে না তবে দলীয় কর্মী চারজন অসুস্থ হয়েছেন তাদের তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। তবে রায় হলেও আগামীতে উচ্চতর আদালতে যাওয়া হবে। এক তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে বেশ কয়েকজন বড় তৃণমূল নেতাকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালতের বিচারক। এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে চাঞ্চল্য ছড়ায় সোমবার। এদের মধ্যে রয়েছেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য বর্ধমান ১ ব্লকের সভাপতি কাকলী তা গুপ্ত, যুব নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, বিগত ৫.৯.২০১৭ সালে পূর্ব বর্ধমানের নাড়িগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী সংঘর্ষের চিত্র ঘটে। সেই ঘটনায় আহত হন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পাল। তার স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল ৬.৯.২০১৭ তারিখে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে ছিল, শাসকদলের ক্ষমতাসীন জীবন পালকে বেধড়ক মারধর করে। তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। সোমবার

ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট বিচারক অরবিন্দ মিশ্র এই মামলায় ১৩ জনকে হেপাজতে নেবার নির্দেশ দেন। বাকি দু'জন বেকসুর খালাস হন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে কাকলি তা গুপ্ত, মানস ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ আরও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। এই রায়ে তৃণমূল শিবিরে আলোড়ন পড়ে যায়। বিধায়ক সহ দলের নেতাকর্মীরা আদালতে ছুটে আসেন।

অন্যদিকে বর্ধমান আদালতে বিচারক বদলি হয়েছে। যে বিচারক তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঘটনায় দোষীদের সাজা ঘোষণা করবে বুধবার। বিচারকের বদলি হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এই বিষয়ে। বর্ধমানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনায় দোষীসাব্যস্ত বিডিএ চেয়ারম্যান সহ ১৩ জনের সাজা ঘোষণা পিছিয়ে গেল। দোষীদের মধ্যে ৪ জন শারীরিক অসুস্থতার জন্য আদালতে উপস্থিত থাকতে না পারায় সাজা ঘোষণা পিছিয়ে দিলেন বিচারক। তার মধ্যেই এই মামলার বিচারকের বদলির অর্ডার। বিচারক অরবিন্দ মিশ্র কে পাঠানো হল, ঝাড়গ্রামে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তৃণমূলের দ্বন্দ্বের ঘটনায় দোষীসাব্যস্ত বিডিএ চেয়ারম্যান সহ ১৩ জনের সাজা ঘোষণার জন্য এই দিন। যদিও বর্ধমান আদালতের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এটা রুটিন বদলি। বুধবার হবে সাজা ঘোষণা। তাতে কোনও অসুবিধা হবে না। যদি বিচারক মনে করেন তা হলে তিনি সাজা ঘোষণা করতেই পারেন।

ভুতুড়ে ভোটার কার্ড নোটিশ, বিডিওকে হুঁশিয়ারি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ভুতুড়ে ভোটার কার্ড নিয়ে নোটিশ ঘিরে বিডিওকে হুঁশিয়ারি বিজেপির, মন্তব্য করতে নারাজ বিডিও, হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। বাগদায় বেছে বেছে মতুয়া সমর্থকদের ভোট কেটে দিচ্ছে বিডিও অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। সাম্প্রতিক রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সীমান্ত এলাকার হিন্দু ভোট কেটে দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার বনগাঁর জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, বাগদার বিডিও বেছে বেছে মতুয়া নমঃশূদ্র হিন্দু যারা বিজেপি সমর্থক তাদেরকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্য নোটিশ পাঠাচ্ছে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে। যেহেতু মতুয়া নমঃশূদ্রদের ভোট পেয়ে থাকে বিজেপি সেই কারণে তৃণমূলের কথা শুনে নোটিশ পাঠাচ্ছে বিডিও বলে অভিযোগ করেন তিনি। বাগদার মেহেরানির বাসিন্দা নিখিল কীর্তনীয়া নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী সুজাতা কীর্তনীয়া ও ছেলে করণ কীর্তনীয়াকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্য বিডিও অফিস থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনিও অভিযোগ করেন, তিনি তার স্ত্রী এবং ছেলে জন্মসূত্রে ভারতীয় তবুও বিডিও অফিস থেকে তাকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি বাগদার বিডিও প্রসুন প্রামাণিক এখন তো মজুমদার যাদেরকে নিয়ে টুইট করেছেন প্রতিমা বিশ্বাস সহ তার পরিবারের সদস্যরা তারা বাগদা বিডিও অফিসে আসলেন হেয়ারিং এর জন্য।

এই অভিযোগ নিয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'আমরা ভোটার তালিকা নিয়ে স্ক্রুটিনি করতে গিয়ে অনেক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যারা এখানের ভোটার বাইরের রাজ্য ভোটার। যারা এখানে ভোটার তাদের বাংলাদেশেও ভোট আছে। এরকম ধরনের ভোটার পেলে অভিযোগ করা হচ্ছে। তাদের হেয়ারিংয়ের জন্য হয়তো বিডিও ডেকেছে। এটা নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে। মিডিয়ায় আসার জন্য এই সমস্ত অভিযোগ করছে।'

অন্যদিকে বাগদায় যে সমস্ত সাধারণ মানুষকে বিডিও অফিসের তরফ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাদের দাবি, তারা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। তাদেরকে কেন নোটিশ পাঠানো হয়েছে তারা জানেন না।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস সম্মান ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে

বনস্পতি দে ● হুগলি

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল পশ্চিম বাংলার খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলার ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের। সার্টিফিকেট ও পুরস্কার থেকে জানা যায় যে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সবসময় বাউল গানের মাধ্যমে সমাজ সচেতন ও সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় মানবিক মুখ হয়ে সমাজ সেবার জন্য স্বপন বাউলকে এই সম্মান দেওয়া হয়। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ছোট থেকেই বহুমুখী প্রতিভা ও লোক গান এবং বাউল গানের মাধ্যমে দির্ঘ বহু বছর ধরে নিজ উদ্যোগেই অসামান্য অবদানের জন্য এই সম্মাননা প্রদান। নিজের জেলা পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান ছাড়াও সারা রাজ্যের সমস্ত জেলায় ও দেশের বহু রাজ্যে এবং বিদেশে গিয়েও সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ, শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় সারা ভারতবাসী খুশি।

রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশীর্বাদধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল কে সম্মানিত করেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে, সার্টিফিকেট এবং মেডেল পুরস্কার দিয়ে। এর আগে ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ডস থেকে প্রথম অনারারি ডক্টরেট সম্মান দেয় পরে পুনরায় এশিয়া ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি জিএইচপিএফ রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে অনারারি ডক্টরেট সম্মান দেওয়া হয়। দুবার জাতীয় সম্মান ও সাতবার স্বর্ণপদকে সম্মানিত, বাংলাদেশ হাই কমিশন ঢাকা, আমেরিকা থেকে সম্মানিত। এছড়াও সোনার হরিণ, স্বর্ণ ময়ূর, স্বর্ণ তবলা, স্বর্ণ গোলাপ, স্বর্ণ বীণা, স্বর্ণ মুকুট সহ পশ্চিম বাংলার গর্ব, পশ্চিম বাংলার রত্ন, শুধু পশ্চিম বাংলার নয় ভারতের এক আশ্চর্য্য প্রদীপ, শিল্প কলা সংস্কৃতির গুরুদেব ও পান্না হিরে চুনী সম্মান, শিল্পী সম্রাট, শান্তির দূত, রাজকীয় সম্মান, রাজ রাজেশ্বর সম্মান, এছাড়াও অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার সরকারি ও বেসরকারি ভাবে পাওয়া স্বপন বাউলের ঝুলিতে রয়েছে।

এখনও পেয়ে চলেছেন সমাজ সেবার আলোয় আলোকিত বখুমুখী প্রতিভা ও নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে দেশে বিদেশে সমাজ সচেতন ও দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায়। স্বপন দত্ত বাউল বলেন, 'আমার মতো একজন সামান্য শিল্পীকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস পুরস্কৃত করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুললেন এবং আমাকে পুরস্কৃত করলেন এর জন্য আমার জীবন ধন্য। আমি ভারত মাতার গর্ব হয়ে যেন আজীবন ভারত মাতার সম্মান রক্ষা করতে পারি নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন বাউল গান ও আমার বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে এই শুধু আমার মনের আশা।'

নিত্যদিন ট্রেনের দেরি, প্রতিবাদে অবরোধ-বিক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইচ্ছেমতো দেরিতে আসে ট্রেন। কোনও কোনও দিন ট্রেন পৌঁছয় নির্দিষ্ট সময়ের দু' থেকে তিন ঘণ্টা দেরিতে। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে খড়গপুর আসানসোল ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন নিত্যযাত্রীরা। নিত্যযাত্রীদের অবরোধের জেরে প্রায় ২ ঘণ্টা ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়গপুর আদ্রা শাখায় দীর্ঘদিন ধরেই ইচ্ছেমতো সময়ে যাতায়াত করছে যাত্রীবাহী ট্রেন। প্রায় প্রতিদিনই দু' থেকে তিন ঘণ্টা লেটে যাতায়াত করছে খড়গপুর আসানসোল ট্রেন। সকালের এই ট্রেনেই নিত্যদিন যাতায়াত করেন অসংখ্য চাকরীজীবী নিত্যযাত্রীরা। ট্রেন নিত্যদিন দেরি করায় প্রায় প্রতিদিনই কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে তাঁদের।

মঙ্গলবার ওই ট্রেনটি দেরিতে ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে পৌঁছালে নিত্যযাত্রীদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। রেল লাইনে ট্রেনের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেল আধিকারিকরা। তাঁরা আশ্বাস দিলেও অবরোধ প্রত্যাহার করেননি নিত্যযাত্রীরা। ফলে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে আটকে রয়েছে ট্রেনটি। অন্যান্য ট্রেন চলাচলও থমকে রয়েছে।

গোঘাটে দ্বিতীয় তারাপীঠে ভক্ত সমাগম বাড়ছে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: তারাপীঠ মানেই শক্তিপীঠ। সারা বাংলা তথা ভারতের অন্যতম তীর্থস্থান তারা পীঠ।

গোঘাট থানায় নতুন শক্তিপীঠ পানপাতা।আজ দ্বিতীয় তারাপীঠ। আরামবাগ শহর থেকে ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে বেঙ্গাই চৌমাথা, ওখান থেকে ঠিক উত্তর দিকে কুমারগঞ্জগামী রোডে ৬ কিলোমিটার গেলেই পানপাতা গ্রাম। তৈরি হয়েছে তারাপীঠের তারা

মায়ের মন্দিরের আদলে। ভক্তরা বলে পানপাতা হল দ্বিতীয় তারাপীঠ। বলার কারণ হলো মন্দিরের আদল, তারামায়ের বিগ্রহের গঠন সবই তারাপীঠের মতন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম শুরু করেছিলেন তারা মায়ের ভক্ত স্থানীয় শ্রীমন্ত মাঝি। এখন মানুষ তাঁকে 'শ্রীমন্ত সাধক' বলেই ডাকেন। এর আগে তিনি ২০১৩ সালে নিজের বাড়িতে মন্দির তৈরি করেছিলেন, সেখানেও তারামায়ের পুজো হত। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে এক টুকরো জমি ছিল রাস্তার উত্তর ধারে। এরপর তিনি স্বপ্নাদেশ পান নতুন জায়গায় ওই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর মন্দির করার জন্য। একদিন শ্রীমন্ত সাধক পুজো করার সময় তাঁর 'ভর' হয় এবং স্থানীয় জনপ্রিয় সমাজসেবী সুশান্ত ঘোষকে 'দেবদূত' হিসেবে সম্মোধন করে ওই জমির ওপর মন্দির তৈরি করার নির্দেশ দেন। ২০২১ সালে (১৪২৮ বঙ্গাব্দের ৯ অগ্রহায়ণ) মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হল।মন্দিরের সাধক জানান' প্রথমে নিজের বাড়িতে পুজো করার পর ভক্তদের কাছ থেকে নেওয়া সঞ্চিত টাকা ছিল মাত্র ২৯ হাজার ৩৭ টাকা। সেই টাকা দিয়ে কাজ শুরু হয়। তারপর আর থামতে হয়নি।

গ্রামের পুরুষ মহিলা সবাই একযোগে অনুদান সংগ্রহ করেছেন সবার কাছ থেকে। আজকে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এখানে প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এর জন্য সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৫১ টাকা অনুদান দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। ভক্তদের জন্য নিরামিষ প্রসাদ, তবে প্রতি সোমবার সাধক বামদেবকে খিচুড়িভোগ নিবেদন করা হয়। এজন্য ঐদিন ভক্তদের জন্য থাকে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা।গোঘাটের বিশিষ্ট শিক্ষক প্রদ্বীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের জানান, প্রতিদিন ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মায়ের শিলাবিগ্রহ স্নান করানো হয়। এরপর চারটে পঞ্চাশ মিনিটে শুরু হয় আরতি। দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে মাকে দেওয়া হয় আরতি সহযোগে অন্নভোগ। এরপর দুপুর ১ টা ১৫ মিনিটে ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ। সন্ধ্যা ৫ টা ৩০ মিনিটে হয় সন্ধ্যারতি।মন্দিরের ভিতরে নানা ধরনের দোকান সেজে উঠেছে। পুজো দেবার ব্যবস্থা আছে। সবমিলিয়ে দিন দিন ভক্তের সমাগম বেড়েই চলেছে এই মন্দিরে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং",
৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/454/2019
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
অনুপ দাস এবং অন্যান্য

প্রতি,
(সিডি ১) অনুপ দাস, পিতা প্রহ্লাদ দাস , গ্রাম : ভান্ডারিয়া, পো : পশ্চিম চামনি, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৫০৩।
(সিডি ২) প্রণব দাস, পিতা প্রহ্লাদ দাস গ্রাম : ভান্ডারিয়া, পো : পশ্চিম চামনি, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৫০৩।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/993/2015** অনুযায়ী পরিমাণ **১২,২৮, ২০৮.০০ টাকা (বারো লাখ আঠাশ হাজার দুশো আট টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৫০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৫.১২.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৫,০০০.০০ (পনের হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **০৪.০৪.২০২৫** তারিখে সকাল **১১.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৫.১১.২০২৪

স্বা/- প্রদীপ কুমার মন্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জেডও : কলকাতা দক্ষিণ
শাখা : খিদিরপুর
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কোল - ৭০০০০১

১. **মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা),** (স্বত্বা : শ্রী জয়দীপ রায়), ঠিকানা - ৩২৬, এমজি রোড, ২য় তল, পবিত্র মেগা মল, টলি টুইন, শপ নং - বি-২০ এবং বি-২৩, কলকাতা - ৭০০১০৪
আরও ঠিকানা -
এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারি দক্ষিণ পাড়া, কাব্বার ডাঙ্গা মোড়, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০১০৪
২. **শ্রী জয়দীপ রায় (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী স্বদেশ রঞ্জন রায়, এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারি দক্ষিণ পাড়া, কাব্বার ডাঙ্গা মোড়, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০১০৪

বিষয় : কোর্ট বেলিফ দ্বারা ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে আপনার বাণিজ্যিক দোকান থেকে যাবতীয় দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা সংগ্রহের অনুরোধ

আপনার যাবতীয় দ্রব্যাদি উল্লিখিত সম্পত্তির তপশিল অনুযায়ী তালিকা/পঞ্চনামা অনুযায়ী ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে বাজেয়াপ্ত (অস্থাবর) দ্রব্যাদি এই নোটিশ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক তার মূল্যায়ন করে তার সাধারণ নিলামে বিক্রি করতে বাধ্য হবে।

বন্ধকদত্ত সম্পদের বিস্তারিত/বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শপ নং বি-২০ এবং বি-২৩, অবস্থিত ২য় তল, কমপ্লেক্স নাম "পবিত্র মেগা মল", "টলি টুইন", প্রেমিসেস নং ৩২৬, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, কবরডাঙ্গা মোড়, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৪।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** শপ নং বি- ১৯ এবং ২৪।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৫
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৬.০১.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী শম্ভু মজুমদার পিতা শ্রী রবীন মজুমদার, গারুই পশ্চিম মানসী পাড়া সেকেন্ড গেট দক্ষিণ দমদম পুরসভা, পো. রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং ফ্ল্যাট ৪ডি, ৫ম তল, এন-ই সাইড, ব্লক এ, মৌজা - গারুই, পশ্চিমপাড়া, ওয়ার্ড ৫, মেট্রো কারশেড গেটের নিকট, থানা - দমদম, পিন - ৭০০০৬৫ এবং প্রযত্নে মজুমদার ইলেক্ট্রিক, প্রেমিসেস নং ২৮০ গারুই পশ্চিম পাড়া গেট, কলকাতা - ৭০০০৬৫,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,১১,৯০৭.০০ টাকা (ষোলো লাখ এগার হাজার নশো সাত টাকা) ০৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ মার্চ ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১৬,১১,৯০৭.০০ টাকা (ষোলো লাখ এগার হাজার নশো সাত টাকা) ০৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং ৪ডি,** পঞ্চম তলে, উত্তর পূর্ব দিকে,পরিমাণ কার্পেট **এরিয়া ৬০২** বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ **এরিয়া ৮৬০** বর্গফুট কমবেশি, ব্লক এ, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি সামগ্রিকভাবে কার্পেট **এরিয়া ১১৯১.৪** বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ **এরিয়া ১৭০২** বর্গফুট কমবেশি মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা, সহ এবং সকল দরজা, জানালা, ফিক্সচার, ফিটিংস স্যানিটারি এবং বৈদ্যুতিক পয়েন্ট এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত মোট জমির পরিমাণ **১০ কাঠা ১০ ছটাক ৪ বর্গফুট** কমবেশি এবং **৬০০ বর্গফুট** আর টি এস তদস্থিত, অবস্থিত মৌজা গাড়ুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২১, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ১৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, দাগ নং ১০৪৩, এলআর দাগ নং ১৯২৯, ১৯২৮, এলআর খতিয়ান নং ৩১১৪, ৫৭৯, ১৭২০, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৩৪, গাড়ুই, (পশ্চিম পাড়া), ওয়ার্ড নং ৫, দমদম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম , জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৬-২০২৪, পৃষ্ঠা ৪৯৯৪০ থেকে ৪৯৯৭২, দলিল নং ১৫০৬০১৪৩৫-২০২৪ সালের।
সম্পত্তি শ্রী শম্ভু মজুমদার পিতা শ্রী রবীন মজুমদার এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জীবন দে; **দক্ষিণে :** কার্তিক চক্রবর্তী; **পূর্বে :** নিখিল পাল; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ - ২১.০৩.২০২৫
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সম্পর্কিত
এবং
ডারকিন ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড
CIN :U17125WB1995PTC070385
রেজিস্টার্ড অফিস : ১, ওল্ড কোর্ট হাউস, কর্নার হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ ভারত
... আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব **অ্যাসোসিয়েশনের ক্লজ ২ (সিচুয়েশন ক্লজ) পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্ণাটক রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা** সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তন এবং কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে **রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিস এবং শাখা পাঠাতে হবে :
দ্রষ্টব্য : শাখা অফিস : নং ৪৮০সি, সেকেন্ড স্টেজ, চতুর্থ ফেজ, পিন্না ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, পিন্না স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ, ব্যাঙ্গালোর নর্থ, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক ৫৬০০৫৮, ভারত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(A Govt. Of India Undertaking)
প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট, জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
বিক্রয় নোটিশ
গাড়িগুলি বিক্রয়- ৫টি। হোন্ডা সিটি, ২টি। হোন্ডা সিভিক ১টি। মারুতি এসএক্স৪ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল কলকাতা সেন্ট্রাল থেকে "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"। শেষ তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **www. indianbank.in/tenders/** ।
জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর নর্থ রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫) সম্পর্কিত
এবং
মিনোলটা ফিনান্স লিমিটেড, CIN : L65921WB1993PLC057502 ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট নং ইউনিক পার্ল, বিএল-এ, হাতিয়ারা, রায় পাড়া, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৫৭
..... (আবেদনকারী কোম্পানি/দরখাস্তকারী)

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত পোস্টাল ব্যালট অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
মিনোলটা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ইউনিক পার্ল, বিএল-এ, হাতিয়ারা, রায় পাড়া, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৫৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বা/-
অরবিন্দ গালা
ডিরেক্টর
ডিন-০২৩৯২১১৯

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৫

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
শ্রী আনন্দেশ্বরী হোমস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN :U52290WB2009PTC138669)
রেজিস্টার্ড অফিস ৩য় তল, রুম নং ২/১২ ১৮০ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
(দরখাস্তকারী)

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২৫ মার্চ ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্ণাটক রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজি. অফিস - ৩য় তল, রুম নং ২/১২ ১৮০ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শ্রী আনন্দেশ্বরী হোমস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রভাত কুমার ধনধানিয়া
ডিরেক্টর
(ডিন-০২৭৬০৯০৫)
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৫
স্থান : বেঙ্গালুরু

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জেডও : কলকাতা দক্ষিণ
শাখা : উস্তি
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কোল - ৭০০০০১

১. **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা),** (স্বত্বা : শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত), গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ। শান্তিনিকতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
২. **শ্রী মানস দত্ত (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার),** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ। শান্তিনিকতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
৩. **শ্রী গৌতম দত্ত, (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার),** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ। শান্তিনিকতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
৪. **শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার)** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা এইচবিএল এ/সি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত), স্বামী শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম : উত্তর দেওয়ারক, পূর্ব পাড়া, পো : কুলেশ্বর, থানা : ডায়মন্ড হারবার, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও **ঠিকানা :**
শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত, স্বামী শ্রী মানস দত্ত, ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।

বিষয় : কোর্ট বেলিফ দ্বারা ২৭.০২.২০২৫ তারিখে আপনার বসবাসের ফ্ল্যাট থেকে যাবতীয় দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা সংগ্রহের অনুরোধ

আপনার যাবতীয় দ্রব্যাদি উল্লিখিত সম্পত্তির তপশিল অনুযায়ী তালিকা/পঞ্চনামা অনুযায়ী ২৭.০২.২০২৫ তারিখে বাজেয়াপ্ত (অস্থাবর) দ্রব্যাদি এই নোটিশ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক তার মূল্যায়ন করে তার সাধারণ নিলামে বিক্রি করতে বাধ্য হবে।

বন্ধকদত্ত সম্পদের বিস্তারিত/বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে তিনতলায়, পরিমাণ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমি ০৬ কাঠা ০২ ছটাক ০৭ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং/ড্রইং তথা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা এবং এক ঢাকা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি সমস্ত ফিটিং এবং ফিক্সচারিং অবস্থিত মৌজা : সরসুনা, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস এআরএ -১, কলকাতা, সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত, স্বামী শ্রী মানস দত্ত এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড; **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৭৩/১ ব্যানার্জি পাড়া রোড।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৫
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইছাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি: নং-৩১ এইচ জি, তাং- ১২-০৪-৭৭
গ্রাম-গোপীনগর, পোঃ-গোপীনগর, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলী

স্মারক সংখ্যা-০৩ /ARO
তারিখ-২৬-০৩-২৫

প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক নির্বাচন সংশ্লিষ্ট, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার এর আদেশ নং ৯৯৫/IV - ৮৮৭/১২ তাং ২৭-০৮-২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এতদ্বারা ইছাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য-সদস্যাগণ কে অবগত করা হচ্ছে যে,উক্ত **সমবায় সমিতির এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ আগামী ইং ২৭-০৪-২৫ তারিখ বাংলার-১৩-০১-১৪৩২ সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সমিতির শাখা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।** ঐ নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

স্বা/- সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ইছাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
স্বা/- সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ইছাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচনক্ষেত্র-এর নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের যতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন
১	ইছাপুর	ইছাপুর -১ নং	১৫০	৬	
		ইছাপুর -২ নং	১৩০	৫	
২	গোপীনগর	গোপীনগর – ১ নং	২৭০	১১	সংরক্ষিত মহিলা ১ জন সংরক্ষিত SC/ST ১ জন
		গোপীনগর -২ নং	২০০	৮	
৩	মামুদপুর	মামুদপুর -- ১ নং	২০০	৮	সংরক্ষিত মহিলা ১ জন
		মামুদপুর---২ নং	১৩৬	৫	সংরক্ষিত মহিলা ১ জন
৪	ধরমপুর	ধরমপুর গ্রাম	১৬৮	৭	
৫	কোটালপুর	কোটালপুর, রামচন্দ্রপুর,কালিকাপুর গ্রাম	২২৭	৯	সংরক্ষিত মহিলা ১ জন সংরক্ষিত SC/ST ১ জন
৬	গোপীনাথপুর	গোপীনাথপুর, নিশ্চিন্তপুর গ্রাম	১৮৫	৭	
৭	জামদ্বাড়া	জামদ্বাড়া ও হবিবপুর গ্রাম	৯২	৪	
৮	দেওড়া	দেওড়া,রাধানগর,রাউৎপুর, নিমডাঙ্গা গ্রাম	১১৩	৫	
৯	বেগুনা	বেগুনা,বান্না, চোঁতাড়া গ্রাম	৮০	৩	
			১৯৫১	৭৮	

নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রমিক নং	বিষয় / বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়ন পত্র বিলি	08-04-25 হইতে 09-04-25	সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ২ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
২	মনোনয়ন পত্র পেশ	08-04-25 হইতে 09-04-25	সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ২ ঘটিকা পর্যন্ত	ঐ
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	11-04-25	বেলা ১ ঘটিকায়	ঐ
৪	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	11-04-25	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর	ঐ
৫	মনোনয়ন পত্র / প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	12-04-25	বিকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	ঐ
৬	চূড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	12-04-25	বিকাল ৩ ঘটিকার পর	ঐ
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ,সময়,এবং স্থান	27-04-25	সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ২ ঘটিকা পর্যন্ত	শাখা অফিস
৮	ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা /প্রকাশ	27-04-25	ভোটগ্রহণ শেষের অব্যবহিত পর	ঐ

স্বা/- সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ইছাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
স্বা/- সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ইছাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

সাবিনা ইয়াসমিনের নিরাপত্তারক্ষী বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নতুন বছরের শুরুতেই মালদায় তৃণমূল নেতানেত্রী, বিধায়কদের ওপর একের পর এক হামলা এবং খুনের ঘটনা নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক মহল। কখনও কাউন্সিলরকে গুলি করে খুন করার ঘটনা ঘটেছে মালদায়। আবার কখনও বিধায়কের গাড়ি ধাওয়া করেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে মালদাতে। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কর্মীকে খুন করার পাশাপাশি প্রকাশ্যেই গুলি ছুঁড়ে খেলা উদ্বোধন থেকে শুরু করে নানান ধরনের অপরাধমূলক ঘটনাতেও রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয় মালদা জেলা জুড়ে। সেইসব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এবারে মোথাবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল দলের বিধায়ক তথা রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের নিরাপত্তা বাড়ানোর দিকে জোর দিল রাজ্য প্রশাসন। সামনের বছর বিধানসভার ভোটকে লক্ষ্য রেখেই এবারে বাড়ানো হল রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের নিরাপত্তারক্ষী।

পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের এখনো পর্যন্ত দুইজন দেহরক্ষী ছিল। নতুন করে চারজন অস্ত্রধারী পুলিশ কর্মীর পাশাপাশি একজন এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককেও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে।

যদি এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'রাজ্য প্রশাসন যেটা ভালো মনে করছে তা করেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সারাজীবন কাজ করে যাব। দলের একজন সৈনিক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ মতোই সংগঠন মজবুতে করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সামনের বিধানসভার ভোটকে লক্ষ্য রেখেই বুথস্তরে দলীয় সংগঠন চাঙ্গা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানিয়েছেন, নিরাপত্তার বিষয়টি সরাসরি রাজ্য প্রশাসনের হাতে রয়েছে। তারাই এই সমস্ত বিষয়গুলি তদারকি দেখেন। তবে মুখমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে মতোন দলগতভাবে সাধারণ মানুষের পাশে থেকেই আমরা কাজ করে চলেছি।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক নতুন বছরের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতা কর্মীদের খুনের ঘটনা এবং হামলার বিশদ তথ্য

২ জানুয়ারি ইংলিশ বাজার শহরে গুলি করে খুন করা হয় তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকারকে*

১৪ জানুয়ারি কালিয়াচকের নওদা যদুপুরে খুন হন তৃণমূল কর্মী আতাউল হক।

২২ জানুয়ারি কালিয়াচকের সাহেবপুরে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চলে।

২৬ জানুয়ারি মানিকচকের নুরপুরে ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি ছোঁড়ার অভিযোগ উঠে।

২৮ জানুয়ারি বৈষ্ণব নগরের রাধানাথটোলা এলাকায় মদের আসরে খুন যুবক।

১ ফেব্রুয়ারি বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের গাড়ির ওপর হামলা।

১৪ ফেব্রুয়ারি সাবিত্রী মিত্রের গাড়ি চালকের ওপর হামলা।

২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা প্রভাবশালী নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে ফোন করে খুনের হুমকি

১৫ মার্চ হোলির রাতে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রের বাড়ির সামনেই শুট আউটের ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হন বিপ্লব ঘোষ নামে এক যুবক।

আমার সঙ্গে সবার সম্পর্কই ভালো, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক দা তে সব কাজ হয়ে যাবে। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মেলায় এসে রামনবমীর আগে, অস্ত্র কেনার পর সাংবাদিকদের উত্তরে এমনই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ।

একদিকে যখন খড়গপুরে মহিলাদের অসম্মান করার বিষয়ে রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে তখন দিলীপ ঘোষকে দেখা গেল তিনি আছেন নিজের ছন্দে। যদিও দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের জেরে কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে তলব করলেও ডোন্ট কেয়ার মুডেই আছেন দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার থেকে শুরু পূর্ব বর্ধমানের বহু প্রাচীন গোপীনাথের মেলা। গোপীনাথের মেলায় এসে মন্দিরে পুজো দিয়ে দিলীপ ঘোষ মেলা ঘুরে দেখেন। মেলা ঘুরে তিনি একটি দোকানে ঢুকে একটি অস্ত্র কেনেন। যা দা নামে পরিচিত।

এরপর দিলীপবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এক দাতে সব কাজ হয়ে যাবে। তৃণমূলের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেছেন তিনি দিলীপ ঘোষের পাশে আছেন, তার উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'আমার পাশে কারও দরকার নেই, দিলীপ ঘোষ একাই আছে, আমি পার্টির সঙ্গে আছি। হুমায়ুন কবীর কী বলবেন আমার সম্বন্ধে, সেটা ওঁর মতামত। আমার কোনও মত নেই।' শুভেন্দুকে নিয়ে কটাক্ষের উত্তরে বলেন, কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া থাকতেই পারে, বলতেই পারে। আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করি না। সবার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। কারও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে সবার সম্পর্কই ভালো।'

শ্যামপুরে বাড়ল বইমেলার দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: পাঠকদের চাহিদা মেনে একদিন বাড়িয়ে দেওয়া হল শ্যামপুর বইমেলা। শ্যামপুর বইমেলা কমিটির সভাপতি ডাঃ জগদীশ রায় জানিয়েছেন, [illegible] বর্ষের এই বইমেলায় পাঠকরা যেভাবে সাড়া দিয়েছে প্রকাশকরা তাতে খুশি এবং প্রকাশক ও পাঠকদের দাবি মত বইমেলা একদিন বাড়ানো হয়েছে। বুধবারের পরিবর্তে চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। উল্লেখ্য, যেখানে বই পড়া নিয়ে এত নেগেটিভ চিন্তাভাবনা সেখানে একদিন বইমেলা বাড়ানো রীতিমতো নজির বলে জানিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

ছ'মাস পরও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা শস্যবিমার টাকা না পাওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: কথা দিয়ে কথা রাখেনি প্রশাসন, ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা শস্যবিমার টাকা পাননি, ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের উত্তর নিত্যানন্দপুর সংসদের সমিতিমানা, পান্ডে পাড়া পাশাপাশি রাঙামাটি কেনেটিমানা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় প্রতিবছর বন্যার জলে প্লাবিত হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় গত বছরও এই সমস্ত এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়ছিল কৃষকদেরকে। বিঘার পর বিঘা সবজি ধান জলের তলায় চলে গিয়েছিল। কৃষকরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। সেই সময় প্রশাসনিক আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে এসে তাদের সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে এলাকায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য শস্যবিমার ফর্ম দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় সেই ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত তারা শস্যবিমার টাকা পাননি। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এলাকার কৃষকরা।

সোমবার ক্ষুব্ধ কৃষকরা উত্তর-নিত্যানন্দপুর গ্রামে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা অবরোধ করেন এবং রাস্তায় বসে পড়ে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই বিক্ষোভের ফলে পথ চলতি সাধারণ মানুষদের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে তারা এই বিক্ষোভ দেখান।

দীনবন্ধু সিকদার সর্বেশ্বর মণ্ডল লক্ষণ হালদার নামের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, 'প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও আমরা এখনো শস্যবিমার টাকা পাইনি। বারবার প্রশাসনকে জানানো হলে শুধু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। যে ভাবে আমাদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে তাতে আগামী দিনে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

এ বিষয়ে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার এই এলাকার কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ওই এলাকা প্রতিবছর বন্যায় প্লাবিত হয় কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। পাশাপাশি এই বিষয় নিয়ে আমরাও বিডিও অফিসে এডিও অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম তখন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিন্তু তা হয়নি। তাই কৃষকরা রাস্তা অবরোধ করবে এটাই স্বাভাবিক।'

রোজাদারদের ইফতার রাম নবমী কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবার রোজাদারদের ইফতারের আয়োজন করে মেহেদি বাগান রাম নবমী কমিটি। যা ধর্মীয় সম্প্রীতির এক বিরল নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া গেল বর্ধমান শহরে। এদিন এই ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। একদিকে যখন দেশজুড়ে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ভেদাভেদ যাতে তৈরি না হয় ।সেই জন্য বর্ধমান মেহেদী বাগান রাম নবমী কমিটির পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। রাম নবমীর সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু দাস জানান একে অপরের পরিপূরক হিন্দু মুসলিম ।বর্ধমান শহরে ঈদ উৎসব থেকে শুরু করে মহরম উৎসব, বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গা পূজা, কালী পূজা থেকে সব কিছুই এক সঙ্গে পালন করা হয়। ফলে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তাদের এই প্রয়াস।

ঝাড়গ্রামে কুড়মি সমাজের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কুড়মালি ভাষাতে পঠনপাঠন চালু করার দাবিতে মঙ্গলবার দুপুরে আদিবাসী কুড়মি সমাজের তরফে ঝাড়গ্রামের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। শহরের হিন্দু মিশন স্কুল ময়দান থেকে মিছিল করে জেলা ডিআই অফিসে পৌঁছন আদিবাসী কর্মী সমাজের সদস্য ও ছাত্রছাত্রীরা। মিছিলে অবিলম্বে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের গুলিতে অবিলম্বে কুড়মালি ভাষায় পঠন পাঠন চালু করার দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়। মিছিল ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন আদিবাসী কুড়মি সমাজ সংগঠনের জেলা সভাপতি তরুণ মাহাতো। সংগঠনের জেলা সভাপতি তরুণ মাহাতো জানান, দীর্ঘদিন ধরে কুড়মালি ভাষায় পঠন পাঠন চালু করার দাবি জানানো হচ্ছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। সরকার দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে কুড়মি সমাজ।

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) -এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম সহ ঠিকানা এবং শাখা	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ।	নোটিশের তারিখ এনপিএ-এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সুমিত মোদক** পিতা-শ্রী সুজিত কুমার মোদক **শ্রীমতি ঐন্দ্রিলা পাল মোদক** স্বামী-শ্রী সুমিত মোদক **দুজনেরই বাসস্থান-** ফ্ল্যাট নং-এমআর২১০৪ সিদ্ধা ইডেন লেক ভিলে ২১তম ফ্লোর টাওয়ার - মেরিনা, টাইপ-০৪ লেক ভিউ পার্ক রোড বনহুগলি সি ব্লক, কলকাতা-৭০০১০৮ । **শ্রী সুমিত মোদক** পিতা- শ্রী সুজিত কুমার মোদক গ্লোবাল মোনারেচ -এফ.জেড.সি. বিএ-৭৪, ১ম ফ্লোর, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, পিএনবি ক্রসিং এর কাছে, কলকাতা-৭০০০৬৪ **শ্রীমতি ঐন্দ্রিলা পাল মোদক** স্বামী-শ্রী সুমিত মোদক সাহা এন্টারপ্রাইজ, ১৬৮/১ সুভাষ নগর রোড কলকাতা-৭০০০৬৫ **হোম লোন এ/সি নং- ৪২১৭০৫১৩৮১১** **পিবিবি নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া - ২ (কোড-১৪৫৩২)**	উক্ত মালিকানাধীন ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে, আবাসিক **ফ্ল্যাট নং ৪সি** -এর সকল যার **পরিমাপ ১০৯২** (এক হাজার বিরানব্বই) **বর্গফুট** বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা জুড়ে অবস্থিত, যার আছে ৩ (তিন) শয়নকক্ষ, ১ (এক) লিভিং/ডাইনিং রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ২ (দুই) টয়লেট, ১ (এক) বারান্দা যা **"আত্রাই অ্যাপার্টমেন্ট"** নামে পরিচিত ভবনে অবস্থিত এবং সকল সাধারণ অধিকারের সুযোগ-সুবিধা এবং/অথবা তার সুযোগ-সুবিধা সহ, অবিভক্ত, সীমানাবিহীন, আনুপাতিক শেয়ার স্বার্থ এবং জমির মালিকানা সহ, যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, পৌরসভা হোল্ডিং নং ৩৭৯, সুভাষ নগর রোড, থানা দমদম, কলকাতা ৭০০০৬৫, যার প্রেমিসেস নং ১৪৩, সুভাষ নগর রোড, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা । উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রায় ৪ (চার) কাঠা, ১১ (এগারো) ছটাক পরিমাপের মোট জমির উপর অবস্থিত এবং এটির মৌজা- দিগলা, জেএল. নং ১৮, আরএস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৮১, যা খতিয়ান নং ৬৫৭ এর অধীনে সিএস. দাগ নং ৬৬১-এ অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৪ এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬৬১/৪০৬৯ এর সাথে সম্পর্কিত যা এ.ডি.এস.আর.ও. কাসিপুর দম দম-এর মধ্যে এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সুবিধা অধিকার সহ। **নিবন্ধিত স্বত্ব দলিলটি বই-১, খণ্ড নং-১৫০৬-২০২৪, পৃষ্ঠা-৪৪৯৫৭ থেকে ৪৪৯৯৬ পর্যন্ত, ২০২৩ সালের বিয়িং নং-১৫০৬০৯৩৯৫ এ নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা পাল মোদক স্বামী- শ্রী সুমিত মোদক এবং শ্রী সুমিত মোদক পিতা- শ্রী সুজিত কুমার মোদকের নামে আছে।** **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** **উত্তরে:** ২৩ ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক, **দক্ষিণে:** শ্রী মনোজেন্দ্র নাথ হোড়ের বাড়ি, **পূর্বে:** ১৩ ফুট প্রশস্ত পৌর সড়ক, **পশ্চিমে:** শ্রী সত্যব্রত মুখার্জির বাড়ি দ্বারা।	**সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশের তারিখ** ১০.০২.২০২৫ **এনপিএ -এর তারিখ** ০৯.০২.২০২৫	**হোম লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর - ৪২১৭০৫১৩৮১১ ৩৬,৯৪,১১২/- টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশো বারো টাকা মাত্র) ১০.০২.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি সুদ। আপনাকে পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে হবে, সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদিও প্রদান করতে হবে।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ২৬.০৩.২০২৫
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৬১,১৫০.০০ টাকা** (এগার লাখ একষট্টি হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স অপর্না লেডিস টেইলরস, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতী অপর্না সাহা,** বাগপোতা, সোনামুখী লিংক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা** - ৪/১, দুর্গা দাস লেন, থানা - ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, কলকাতা - ৭০০০২৩ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স অপর্ণা লেডিজ টেইলর্স, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অপর্ণা সাহা,** বাগপোতা, সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা** : ৪/১, দুর্গা দাস লেন, থানা : ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, কলকাতা : ৭০০০২৩। **২. শ্রীমতি অপর্ণা সাহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** বাগপোতা, সোনামুখী লিঙ্ক রোড,গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা** : ৪/১, দুর্গা দাস লেন, থানা : ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, কলকাতা : ৭০০০২৩। **খ) খিদিরপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : সরসুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ২৯৪১, অংশ আরএস দাগ নং ২১৮৬, বাগপোতা সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, থানা: ঠাকুরপুকুর এবং জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, **সম্পত্তি শ্রীমতি অপর্ণা সাহা এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ২১৩২; দক্ষিণে : সড়ক ; পূর্বে : মোহন চন্দ্র পোল্লে ; পশ্চিমে : মায়া ঘোষ।	**১১,৬১,১৫০.০০ টাকা** (এগার লাখ একষট্টি হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) **১৫.০৭.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৩,৫৪,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা) খ) ১,৩৫,৪০০.০০ টাকা (এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB6262496302 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫ থেকে ১০.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৯.০২.২০২৫/স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda ব্যাংক অফ বরোদা

এ.এম. রোড, ভবানীপুর শাখা
১০৯/ডি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৫
ই-মেইল: dbbhow@bankofbaroda.com

রিডেম্পশন নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স রাজকিশোরী এন্টারপ্রাইজ এবং এর জামিনদার/বন্ধকদাতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। অধিকন্তু, সারফেইসি এ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়, ব্যাঙ্ক নীচে বর্ণিত সম্পদের প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছে। ব্যাঙ্ক কিছু/সমস্ত বন্ধকীকৃত সম্পদের বিক্রয়ের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং, সেই অনুযায়ী, সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (এ্যাক্ট) এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে ঠিকানাপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগনের তাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছে। **২৬.১২.২০২৩ অনুযায়ী** ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগনের বকেয়া ঋণের পরিমাণ **২৯,৫৬,৭৩৬.১২ টাকা এবং ১.১২.২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর তদুপরি সুদ এবং চার্জ।** তবে, কিছু নোটিশ প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং তাই তাদেরকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক এই নোটিশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আইন অনুসারে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি পাবলিক নিলামে বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্র. নং.	চিঠির প্রাপক (ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ)	সরফায়েসি এ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ৮(৬) অধীনে নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**শ্রী রমেশ যাদব** ৫৯/৩/৪, এন.এস. রোড, রিষড়া, ওয়ার্ড নং-৯, উত্তরপাড়া, বাঙ্গুর পার্ক এর কাছে, হুগলী- ৭১২২৪৮ (পঃবঃ)	০৬.০৩.২০২৫ **সেকশন ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ** ১৫.০১.২০২৪ **সেকশন ১৩(৪) অধীনে নোটিশের তারিখ** ২৯.০৪.২০২৪	**সীমানা সহ সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ** গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ৪০০ বর্গফুট (প্রায়) পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক সেইসঙ্গে এর নীচে অবস্থিত জমির আনুপাতিক শেয়ার যার আরএস দাগ # ১৫৩৫৬/১৫৫৯৯, খতিয়ান # ৬৯৯৪ -এর অধীনে মৌজা- বালি, জেএল # ১৪, বালি পৌরসভা, হোল্ডিং # ১০৯, দেওয়ানগাজী রোড, পুরাতন ওয়ার্ড # ৭ -এর অধীনে, নতুন ওয়ার্ড # ৫৩, থানা বালি, জেলা হাওড়া **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :-** উত্তর- লিফট এবং সিঁড়ি, দক্ষিণ- সাধারণ প্রাচীর এবং অন্যদের ফ্ল্যাট, পূর্ব- সাধারণ পথ, পশ্চিম- সাধারণ প্রাচীর এবং অন্যদের ফ্ল্যাট দ্বারা। গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত দুটি সম্পূর্ণ আবাসিক গ্যারেজের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার **পরিমাপ ৩১০ বর্গফুট** (প্রায়) এবং নীচের জমির আনুপাতিক শেয়ার, এবং যার আরএস দাগ # ১৫৩৫৬/১৫৫৯৯, খতিয়ান # ৬৯৯৪, জেএল # ১৪ মৌজা বালি, বালি পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং # ১০৯, দেওয়ানগাজী রোড, পুরাতন ওয়ার্ড # ৭ -এর অধীনে, নতুন ওয়ার্ড # ৫৩, থানা বালি, জেলা হাওড়া **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত : উত্তর:** খোলা আকাশ, **দক্ষিণ:** সাধারণ প্রাচীর এবং অন্যের দোকান, **পূর্ব:** সাধারণ প্রাচীর এবং অন্যের দোকান **পশ্চিম:** সাধারণ পথ দ্বারা।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণের এ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

তারিখ: ২৬.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০৪.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৯.০৪.২০২৫** 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৪০৮.৮৬ লাখ টাকা (২১.০১.২০২৫ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স গাজি এন্টারপ্রাইজ, অংশীদারগণ : ১) মহ. নজরুল ইসলাম গাজি ২) এমএসটি খোদেজা বিবি ৩) মহ. সইফুল ইসলাম গাজি ৪) মহ. মিজানুর ইসলাম গাজি ঠিকানা** - আলগোরিয়া (সুরিপুকুর) পো. নোয়াপাড়া, থানা - বারাসত, পিন - ৭০০১২৮ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	**১ক)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ১০ শতক এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন - ৩৭ শতক জমি থেকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : আলগোড়িয়া, জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৯, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ৬৮, দাগ নং ২৬২, পরগনা আনোয়ারপুর, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : দত্তপুকুর, (পুরানো থানা : বারাসত), উত্তর ২৪ পরগনা, বন্ধকদত্ত সম্পত্তি মহ মীজানুর ইসলাম গাজি, পিতা মহ নজরুল ইসলাম গাজি এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-২৭০৭-১৯৮৪, অফিস এসআরও- বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা। **১খ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ১০ শতক এবং সুপার নির্মাণ সহ এবং অবস্থিত মৌজা : আলগোড়িয়া, জেএল নং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৯, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ৬৮, দাগ নং ২৬২, পরগনা আনোয়ারপুর, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : দত্তপুকুর, (পুরানো থানা : বারাসত), উত্তর ২৪ পরগনা, বন্ধকদত্ত সম্পত্তি মহ মীজানুর ইসলাম গাজি, পিতা মহ নজরুল ইসলাম গাজি এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-২৭০৮-১৯৮৪, অফিস এসআরও- বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা।	ক) ৭৯,০৫,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৯০,৫০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৪.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা
৭৮, নেতাজি সুভাষ রোড, পো. শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া
পব, পিন - ৭৪১৪০৪, ফোন - ০৩৪৭২-২৭৮০৪৩, ইমেল : sbi.00176@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা, রিজিওনাল অফিস - কৃষ্ণনগর,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী আমীর হোসেন মন্ডল,** পিতা সেকেন্দার মন্ডল, ঠিকানা : মদিয়া পাড়া, পো : গয়েশপুর হাজরাতলা,থানা : শান্তিপুর, জেলা: নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **এ/সি নং ৩৬৭০৬২৭৩৩৪৬ (সি.সি) এবং ৩৯৬২৮৯৬৫৩১২ (জিইসিএল)**	জেলা নদিয়া , থানা : শান্তিপুর অধীন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৯.৯০ ডেসিমেল। মৌজা : হিজুলি, জেএল নং ১১, প্লট নং ১৮, খতিয়ান নং এলআর নং ২০৭৫, ২০৭৬, ২০৭৭, জমির শ্রেণি : ভিটা এবং ভবন। ঠিকানা : মাদ্যাপাড়া, গয়েশপুর হাজরাতলা, পো গয়েশপুর, থানা :শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **সম্পত্তি শ্রী আমীর হোসেন মন্ডল, পিতা সেকেন্দার মন্ডলের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি; দক্ষিণে : দিলীপ বাগ এর জমি ; পূর্বে : কাশেম শেখ এর জমি; পশ্চিমে : দিলীপ বাগ এবং অন্যান্যর জমি।	১) ২৪.০৩.২০২৫ ২) ২২.০১.২০২৫ ৩) ১৭,০৯,১৯২.০০ টাকা (সতের লাখ নয় হাজার একশ বিরানব্বই টাকা) টাকা এবং ২২.০১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
২.	**শ্রী জুলিয়ার মন্ডল,** পিতা সেকেন্দার মন্ডল, **ঠিকানা :** মদিয়াপাড়া, গয়েশপুর হাজারাতলা,পো : গয়েশপুর, থানা: শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **এ/সি নং : ৩৬৭০৬২৭৩৩৪৬ (সি.সি) এবং ৩৯৬২৮৯৬৫৩১২ (জিইসিএল)।**	জেলা নদিয়া, থানা : শান্তিপুর অধীন,সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমির পরিমাণ ৯.০৯ ডেসিমেল। মৌজা : হিজুলি, জেএল নং ১১, প্লট নং ১৮, খতিয়ান নং এলআর নং ২০৭৫, ২০৭৬, ২০৭৭। জমির শ্রেণি : ভিটা এবং ভবন। ঠিকানা : মাদিয়াপাড়া, গয়েশপুর হাজরাতলা, পো : গয়েশপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া। পিন : ৭৪১৪০৪। **সম্পত্তি শ্রী জুলিয়ার মন্ডল, পিতা সেকেন্দার মন্ডলের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি ;দক্ষিণে : দিলীপ বাগ এর জমি; পূর্বে : ই কাশেম শেখ এর জমি ;পশ্চিমে : দিলীপ বাগ এবং অন্যান্যর জমি।	১) ২৪.০৩.২০২৫ ২) ২২.০১.২০২৫ ৩) ১৭,০৯,১৯২.০০ টাকা (সতের লাখ নয় হাজার একশ বিরানব্বই টাকা) টাকা এবং ২২.০১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
৩.	**শ্রী মাদিন মন্ডল,** পিতা সেকেন্দার মন্ডল, ঠিকানা : মাদিয়াপাড়া, গয়েশপুর হাজরাতলা। পো : গয়েশপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **এ/সি নং : ৩৬৭০৬২৭৩৩৪৬ (সিসি) এবং ৩৯৬২৮৯৬৫৩১২ (জিইসিএল)।**	জেলা নদিয়া, থানা : শান্তিপুর অধীন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমির পরিমাণ ৯.০৯ ডেসিমেল। মৌজা : হিজুলি, জেএল নং ১১, প্লট নং ১৮, খতিয়ান নং এলআর নং ২০৭৫, ২০৭৬, ২০৭৭। জমির শ্রেণি : ভিটা এবং ভবন। ঠিকানা : মাদিয়াপাড়া, গয়েশপুর হাজরাতলা, পো : গয়েশপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া। পিন : ৭৪১৪০৪। **সম্পত্তি শ্রী মাদিন মন্ডল, পিতা সেকেন্দার মন্ডলের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি ;দক্ষিণে : দিলীপ বাগ এর জমি; পূর্বে : ই কাশেম শেখ এর জমি; পশ্চিমে : দিলীপ বাগ এবং অন্যান্যর জমি।	১) ২৪.০৩.২০২৫ ২) ২২.০১.২০২৫ ৩) ১৭,০৯,১৯২.০০ টাকা (সতের লাখ নয় হাজার একশ বিরানব্বই টাকা) টাকা এবং ২২.০১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য ১ - ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল এবং প্রত্যাহার করা হল।
দ্রষ্টব্য ২ - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৪.০৩.২০২৫
স্থান - শান্তিপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শান্তিপুর শাখা

বিরাট ভক্তের জামিনে দ্বিধাবিভক্ত ক্রীড়াপ্রেমীরা

পুলিশের ভূমিকা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন, নির্বিকার সিএবি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

পুলিশ যখন খেলা দেখতে ব্যস্ত, তখন পিছন দিয়ে ফেন্সিং টপকাচ্ছেন যুবক। (বাঁদিকে)

বিরাট আসবেন, তারজন্য দায়িত্ব ছেড়ে আমজনতার সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত কর্তব্যরত পুলিশ।

শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ চলাকালীন পুলিশের নিরাপত্তা বলয় টপকে স্টেডিয়ামে ঢুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিরাট কোহলির পা। পুলিশ কী করছিল সেই প্রশ্নই উঠেছে। পরে দেখা গেল, এই ঘটনাতেও ঠেকে শিক্ষা নেয়নি পুলিশ। সেদিনই দেখা গেছে বিরাট কোহলির বেরোনোর সময় পুলিশ নিরাপত্তা ভুলে সেলফি তুলতেই ব্যস্ত। কীভাবে সামলাবেন তারা দর্শক! সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি শর্ত দিয়েছে কোর্ট। বছর আঠোরোর তরুণ ঋতুপর্ণ স্টেডিয়ামে গিয়ে চলতি আইপিএল দেখার সুযোগ পাবেন না। তাঁকে কোনও টিকিট দেওয়া হবে না। এই শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। তবে সিএবি সভাপতি লজ্জাজনক এই ঘটনা নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। যেন কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

এই জামিন হওয়া নিয়ে নানা কথা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সিএবির অন্দরে। ক্রীড়াপ্রেমীরা দ্বিধাবিভক্ত।

আজ বিরাট কোহলির সঙ্গে ঘটেছে। এরপর আবার রোহিত শর্মা আসবেন, ধোনি আসবেন, তখনও ঘটবে না এমন কে গ্যারান্টি দেবে!

সিএবির এক বর্ষীয়ান কর্তা জানান, এভাবে সহজে ছেড়ে দিলে খারাপ বার্তাও যায়। যদি একজন খেলোয়াড়কে জড়িয়ে ধরার পর এতই সহজে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এরপর লক্ষ লক্ষ ভক্তরাও এই কাজ করতে ভয় পাবে না। তখন কী হবে? এরপর কোনওদিন মাওবাদী জড়িয়ে ধরতে পারে, তাই পুলিশের কর্তব্য পুলিশকে করতেই হবে। ডিউটির সময় খেলা দেখা বন্ধ হোক কলকাতা পুলিশের। অন্যান্য রাজ্যের মত পুলিশকে নজর রাখতে হবে খেলার দিকেই। সিএবির তৃণমূল বিরোধী একাংশ বলেন, রাজ্যে এত চোর, এত ধর্ষক, এদের ধরতে পারে না, একজন বিরাট ভক্তকে গ্রেফতার করে আর কেস দিয়ে বিশাল কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু যারা গার্ড দিচ্ছিল, তারা কী করছিল! ও যত বড় অপরাধী, পুলিশগুলো আরও বড় অপরাধী। একজন বলেন, অভয়া মামলা তো দেখলাম। অন্যদিকে একজন বলেন, সব চোরেরাই ছাড়া পাচ্ছে, এরপর পার্থ চ্যাটার্জীও ছাড়া পেয়ে যাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সিএবির এক কমিটির কর্তা বলেন, কোনওভাবেই এই ঘটনাকে সমর্থন করা যায় না। আবার মানবিকতার খাতিরে বিরাটের বিরাট ভক্ত বলেই এইরকম ফেন্সিং পেরিয়ে মাঠে ঢোকার সাহস দেখিয়েছে। তবে আমি ক্রিকেটার হিসেবে এই ঘটনাকে কোনওভাবেই সমর্থন করি না। আর এক কর্তা যিনি পুলিশে চাকরি করতেন আবার সিএবির কমিটিতেও ছিলেন, তিনি বলেন পুলিশের কদর্য রূপটাই প্রকাশ পেল বেশি। অন্য এক কর্তা আবার বলেন, ছেলেটা ফেন্সিং টপকে যে ফিটনেস দেখিয়েছে, তাকে কীভাবে ভাল কাজে ব্যবহার করা যায় তাই দেখা উচিত। একজনকে নিয়ে যখন এত চর্চা তখন নির্বিকার অবশ্য সিএবি। ছেলেটিকে নিয়ে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

আগামী ২৭ শে মার্চ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে স্টেট গেমসের, উদ্বোধন করবেন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

নবম নেতাজি স্টেট গেমসের জার্সি উন্মোচন করলেন স্টেট গেমস এর চেয়ারম্যান স্বরূপ বিশ্বাস, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচীব জহর দাস সহ অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের ছেলেমেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের। এবার শহর কলকাতার বাইরে আয়োজিত হবে স্টেট গেমস। ২০২২ সালে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শেষ স্টেট গেমস। এবারও কলকাতা শহরের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারের স্টেট গেমস অনুষ্ঠিত হবে মালদায়। তবে সব সেখানে খেলার পরিকাঠামো না থাকায় কিছু খেলা কলকাতা ও দুর্গাপুরে হবে।এক বছর পরপর বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্টেট গেমস । ২০২২ সালে শেষবার স্টেট গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরের স্টেট গেমস হওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালে। কিন্তু ন্যাশনাল গেমসের জন্য একবছর পিছিয়ে দেওয়া হয়। ৭ থেকে ১০ এপ্রিল এবারের স্টেট গেমস অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ মার্চ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। হাজির থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ৭ এপ্রিল থেকে মালদা, কলকাতা ও দুর্গাপুরে বিভিন্ন ইভেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এবারের রাজ্য গেমসে মোট ৩৬টি ইভেন্টের খেলা হবে। এর মধ্যে ২৯টি হবে মালদায়। বাকি ৭টি ইভেন্ট হবে কলকাতা ও দুর্গাপুরে। রোয়িং, রাইফেল শুটিং, বোলিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, জিমন্যাস্টিক, গল্ ফের পরিকাঠামো মালদাতে না থাকায় এই ইভেন্টগুলি কলকাতায় হবে। আর ব্যাডমিন্টন হবে দুর্গাপুরে। বাকি ইভেন্টগুলি হবে মালদায়। ৭ ও ৮ এপ্রিল ১৩টি ইভেন্ট হবে। ৯ ও ১০ এপ্রিল বাকি ১৬টি ইভেন্ট হবে। ২০২৩ সালে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। ১ বছর ধরে শতবর্ষ পালন করছে তারা। এই উপলক্ষ্যে ২৭ মার্চ স্টেট গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন বিশেষ পরিকল্পনা করেছে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা। ওইদিন বাংলার অলিম্পিয়ানদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এছাড়া এবছর ন্যাশনাল গেমসে পদকজয়ীদেরও সংবর্ধিত করা হবে। ব্যক্তিগত বিভাগে সোনাজয়ীদের ২৫ হাজার, রুপোজয়ীদের ২০ হাজার ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ১৫ হাজার করে আর্থিক প্রুস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় । আর দলগত বিভাগে সোনাজয়ীদের ১২ হাজার, রুপোজয়ীদের ১০ হাজার ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ৭ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। এবারের ন্যাশনাল গেমসে সবথেকে বেশি পদক পেয়েছেন প্রণতি দাস। তিনি মোট ৮২ হাজার টাকা পাবেন।মঙ্গলবার এক সংবাদিক সম্মেলনে স্টেট গেমসের জার্সির উন্মোচন করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্টেট গেমস এর চেয়ারম্যান স্বরূপ বিশ্বাস , বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী , প্রাক্তন সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় , সচীব জহর দাস সহ অন্যান্যরা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

৩২ লক্ষ দরিদ্র মুসলিম পরিবারকে বিজেপির উপহার 'সওগাত-এ-মোদি'

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: ইদ উপলক্ষে দেশের ৩২ লক্ষ দরিদ্র মুসলিম পরিবারকে বিশেষ কিট উপহার দেবে বিজেপি। এই কর্মসূচির নাম 'সওগাত-এ-মোদি'। দক্ষিণপূর্ব দিল্লির নিজামুদ্দিনে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই কিট বিতরণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে খাদ্যদ্রব্যের পাশাপাশি থাকছে পোশাক, সিমুই, খেজুর, শুকনো ফল ও চিনি। মহিলাদের প্যাকেটে সুতির কাপড়, পুরুষদের জন্য কুর্তা-পাজামা দেওয়া হয়েছে। এককেটি প্যাকেটের খরচ রড়ছে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা।

বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জামাল সিদ্দিকি এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময়ই বলেন যে, তিনি ১৪০ কোটি

ভারতীয়র অভিভাবক। সব উৎসবেই তিনি অংশ নেন। ক্রিসমাস, ইস্টারে যেমন যোগ দেন, তেমনই বৈশাখীতেও থাকেন। আবার নিজামুদ্দিন দরগা ও আজমেঢ় শরিফে চাদরও চড়ান। তাই এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের ভাইবোনদের খাবার-সহ কিট উপহার দেওয়ার। প্রতিটি কিটে আমাদের বোনেদের জন্য পোশাকও থাকবে।' বিজেপির কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বার্তা মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই যে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য তাও বলেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ৩২ হাজার সংখ্যালঘু কর্মী ৩২ হাজার মসজিদে যোগাযোগ করবেন এবং এর মাধ্যমে ওই কিট বিলি করবেন। প্রসঙ্গত, এই বছরই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগেই এমন কিট বিতরণ সংখ্যালঘু ভোটকে প্রভাবিত করার জন্যই করা হচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।

উপচে পড়ছে বন্দির সংখ্যা, দিল্লি থেকে সরতে পারে তিহাড়

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ দিল্লি: থেকে সরানো হতে পারে তিহাড় জেল। মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় সেই পরিকল্পনার কথাই জানান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি আরও জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে তিহাড় জেল সরাতে প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সমীক্ষা, পরামর্শের কাজে এই টাকা ব্যয় করা হবে। তিহাড় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলে যত জন বন্দি থাকতে পারেন, এখন তার প্রায় দ্বিগুণ বন্দি রয়েছেন। এর ফলে বন্দিদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। সে কারণে দিল্লির উপকণ্ঠে তিহাড় সরানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিজেপি সরকার।

দেশের অন্যতম বৃহত্তম সংশোধনাগার তিহাড় ১৯৫৮ সালে তৈরি হয়েছিল। প্রায় ৪০০ একর জমির উপর তৈরি হয়েছে এটি। দিল্লির রোহিণীতে রয়েছে একটি কারাগার এবং মাণ্ডোলিতে রয়েছে ছ'টি। এই সংশোধনাগারে থাকতে পারেন ১০,০২৫ জন বন্দি। জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন সেখানে রয়েছেন প্রায় ১৯ হাজার বন্দি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা মঙ্গলবার বিধানসভায় জানিয়েছেন, বন্দিদের কল্যাণের কথা ভেবে জেলের ভিড় কিছুটা কমাতে নতুন জায়গায় স্থানান্তরের কথা ভাবা হচ্ছে। নারেলায় সংশোধনাগারের নতুন ভবন তৈরি নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

তিহাড়ের একটি সূত্রে জানিয়েছে, বাপরোলাতেও জেল তৈরির জন্য জমি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু জমি মেলেনি। তিহাড়ের এক আধিকারিক বলেন, 'এর পরে দিল্লি সরকারের কাছে চিঠি লিখে অন্য কোথাও ১০০ একর জমি চাওয়া হয়েছিল।' সেই জমি দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে নতুন বিজেপি সরকার।

তিহাড়ের একটি সূত্রের দাবি, সেখানে ১ থেকে ৯ নম্বর জেলে পাঁচ হাজার বন্দি থাকার কথা। কিন্তু সেখানে রয়েছেন ১২ হাজার জন। ১০ থেকে ১৬ নম্বর জেলে ৩,৭০০ জন বন্দিকে রাখার কথা। সেখানে এখন রয়েছেন ৩,৯০০ জন। তিহাড়ের ৪ নম্বর জেল এবং মাণ্ডোলিক ১২ নম্বর জেলে প্রথম বার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন, এমন বন্দিদের রাখা হয়। সেগুলি 'মুলাইজা জেল' বলে পরিচিত। সেখানেও বন্দির সংখ্যা অনেক বেশি। এই কথা ভেবেই সরানো হচ্ছে তিহাড়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা তিহাড়ের বন্দিদের পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণের কথাও ঘোষণা করেছেন বাজেট বক্তৃতায়।

দাবানলে পুড়ছে দক্ষিণ কোরিয়া

সিওল, ২৫ মার্চ: দাবানলে পুড়ছে দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ক্রমশই ছড়াচ্ছে আগুন। ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে ৪ জন। হাজার হাজার বাসিন্দাকে সরানো হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাজধানী সিওল থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত গিয়ংসাং প্রদেশের সানচেংয়ে প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। সেই থেকেই লেলিহান শিখায় পুড়ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সূত্রের খবর, আগুন নেভাতে গিয়ে চার দমকল কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। সব মিলিয়ে ১ হাজার ৪৬৪ হেক্টরেরও বেশি জমি পুড়ে যায় বলে জানায় স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা মন্ত্রক। এরপর শনিবার উত্তর গিয়ংসাং প্রদেশের ইউইসিয়ং, উলসান শহরের উলজু এলাকা এবং দক্ষিণ গিয়ংসাংয়ের গিমহেতেও

দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। যা সোমবারেও নিয়ন্ত্রণ আনা যায়নি।

শনিবার সরকার উলসান শহর, দক্ষিণ এবং উত্তর গিয়ংসাং প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার। সেদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ছই সাং-মোক বন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন, বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে ও দমকলকর্মী আর উদ্ধারকারী দলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যা যা সম্ভব তা যেন করা হয়। শেষ পাওয়া খবর মোতাবেক, এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার ৮৬১ হেক্টর জমি পুড়ে গিয়েছে। কখনও শুষ্ক আবহাওয়া আবার কখনও হাওয়ার দাপটে আগুন নেভাতে বেশ বেগ হতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। পরিবেশবিদরা বলছেন, এহেন দাবানল দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে এই ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে আবহাওয়া শুষ্ক থাকার কারণে জঙ্গলে দাবানলের সূত্রপাত হয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই দাবানলে পুড়েছে লস অ্যাঞ্জেলস। লেলিহান শিখা গ্রাস করেছিল হাজার হাজার বাড়ি। বড় বড় হলিউড স্টার থেকে সাধারণ মানুষ, প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে বাদ যাননি কেউই। এবার সেই ভয়াবহ ছবি এবার দক্ষিণ কোরিয়ায়।

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 74/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 73/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 75/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25
N.I.E. ET. No. 76/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/044(e)/2024-25 Date : 04/03/2025. 1. Repairing & Renovation works (Civil) at Raja Jodhkumar Mukhopadhay Memorial Water treatment plant (Old W.T.P. Building) Babughat, Uttarpara, under Uttarpara-Kotrung Municipality. **The bid Submission Closing date is hereby extended up to 29-03-2025 in place of 21-03-2025. Date Corrigendum published. For Details : wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/031(e)/2024-25
Date: 10.12.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engagement of adequate numbers of manpower to enhancement the beautification measure including regular sweeping, cutting of grass, cleaning and removing of unwanted wedges with the needed mechanized equipments and machineries in Mahamaya Sishu O Matrimangal Kendra at this ULB. Documents download start date & Bid submission start date- **11.12.2024.** Bid Submission Closing Date- **21.12.2024.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৩-২০২৪-২৫-আর, তারিখঃ ২০.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৩-২০২৪-২৫-আর। কাজের নামঃ** ''শিয়ালদহ ডিভিসনে অন্যান্য এস অ্যান্ড টি ইনস্টলেশন এবং এলসি গেটের আপ-গ্রেডেশন এবং ইন্টারলকিংয়ের জন্য ২৫ কেভি ট্র্যাকশন পাওয়ারের ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত ২৫ কেভি পিএসআই ও সেই সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৪,৫০,১৮৭.৫০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,০৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
SDAH-389/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Drinking Water facilitated Water Tank (Elevated) and Construction of Underground Water Reservoir with Pumping System at Dhandabag Sree Durga Club (Ward No.- 16), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-221/24-25
Tender ID : 2025_MAD_830815_1 • Estimated Amount : 7,09,339/-
Last Date : 04th April 2025, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-43/2024-25
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 02.04.2025 in place of 24.03.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_812897_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.)ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD. TALPUKUR, KOLKATA-700123
TENDER NOTICE
No. 7/24-25/BMS/T Dated 25.03.2025
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender :**15.04.2025 up to 12.00 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.wbterders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 01 No. development works vide **Memo no:- BM/PWD/e-NIT/025 (3rd Call), Tender ID : 2025_MAD_830484_1, Date:- 24/03/2025. Fund : BEUP, Municipal Fund.** Bid Submission Start Date (Online): **26.03.2025 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **09.04.2025 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **16.04.2025 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**
Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

ABRIDGED NIT
On behalf of Herambagopalpur Gram Panchayat of Ptharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of Rs.1659045/- (Excl. GST & Cess). vide NIT No. 30/146/XVFC-TIED/NIT/HGP/2025 to 36/152/XVFC - UNTIED/NIT/HGP/2025, dt.-26.03.2025. The last Date of submission of Bids is 05.04.2025 up to 2.00 p.m. Please visit https://wbtenders.gov.in and SDO/BDO/GP Office.
Sd/-
Pradhan, Herambagopalpur GP.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/588/24-25 Dated 24.03.2025	Construction of Concrete Road at Netaji Block Opposite H/O Asit Bera near H/O Swapan Debnath to end of the road in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,86,486.00
WBMAD/ULB/ RSM/589/24-25 Dated 24.03.2025	Construction of Concrete Road at Vivekananda Block Beside H/O Pintu Ghosh at Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,100.00
WBMAD/ULB/ RSM/590/24-25 Dated 24.03.2025	Construction of Concrete Road at Ghosh Para Near H/O Tapas Ghosh at Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,09,541.00
WBMAD/ULB/ RSM/591/24-25 Dated 24.03.2025	Construction of Concrete Road at H/O Joydev Das to H/O Rana Sikder(Lenin Nagar),in Ward No-32,under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,60,110.00
WBMAD/ULB/ RSM/592/24-25 Dated 24.03.2025	Construction of Concrete Road at M.M.BOSE ROAD Bye Lane at Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,060.00
WBMAD/ULB/ RSM/593/24-25 Dated 24.03.2025	Earth Work in filling & Bmboo pilling at Kusumba Haritala & H/O Ranjit Mondal IN WARD NO-07 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. THE RATES ARE GIVEN AS PER PWD SCHEDULE OF RATES– 2017. Length :- 35+37+58=130 M.	Rs. 1,70,996.00
WBMAD/ULB/ RSM/594/24-25 Dated 24.03.2025	Construction of Covered Surface Drain at near Rajpur Cremation Ground & Dwarir Road in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,179.00

Bid Submission end date: **05.04.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৬ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

আন্দামানের কোরাল দ্বীপে

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ জীবনের অন্যতম স্মৃতি। সেখানকার একমাত্র বিমানবন্দর পোর্ট ব্লেয়ার। কোলকাতা থেকে আগে জাহাজে করে আন্দমান যেতে হতো। কিন্তু তা ছিলো সময় সাপেক্ষ। প্রায় ত থেকে ৪ দিন লাগে জাহাজে করে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছাতে । তাছাড়া অনেকেই জাহাজে স্বচ্ছন্দ নয়। তাই একটু ব্যয় সাপেক্ষ হলেও বিমানে করে পোর্ট ব্লেয়ার যাওয়া সময় বাঁচিয়ে বেশী বেড়ানো যায় বা প্রয়োজনে দ্রুত ফিরে আসা যায়। বিমানে দু'ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় পোর্ট ব্লেয়ার।

সাধারণত পোর্ট ব্লেয়ার পৌছে প্যাকেজ ট্যুর করা ভালো। তারা আপনাকে নিয়ে যাবে ঐতিহাসিক সেলুলার জেল, রস আইল্যান্ড, হ্যাভলক, নীল আইল্যান্ড, লাইম কেভস, ঝাড়োয়া উপজাতি অধুষ্যিত জঙ্গল, কয়েকটি মিউজিয়াম ইত্যাদি।

আজকে আপনাদের নিয়ে যাব কোরাল দ্বীপে। আন্দামানে বহু দ্বীপ রয়েছে। তার অল্প কয়েকটিতে পর্যটকদের যাতায়াত। হ্যাভলক থেকে ক্রুজে করে আমরা নীল আইল্যান্ডে যাই।যেতে সময় লাগে ১ ঘন্টা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি আন্দামানে একটি দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ক্রুজে যেতে হয়। ক্রুজ হলো জাহাজের ছোটো সংস্করণ। নীলে পৌঁছে হোটেল সেভেন সী তে উঠি। দুপুরের খাবার সেরে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নীল আইল্যান্ডের লক্ষ্মণ বীচে দেখতে যাই ক্ষ্মসানসেটক্ষ্ম। নীল আইল্যান্ডে রয়েছে ভরতপুর সী-বীচ। সেখানে রয়েছে রোমাঞ্চকর স্কুবিডাইভ।স্কুবি ডাইভ একটু ব্যয় বহুল। মাথা পিছু ৪৫০০/- টাকা।

সমুদ্রের নীচে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল। এক ঘন্টার এই স্কুবি ডাইভে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়।

যারা সমুদ্রের জলের নীচে যেতে ইতস্তত করছেন বা ভয় পাচ্ছেন, তারা করতে পারেন গ্লাস বোটিং। অর্থাৎ একধরনের বোট, যার নীচটা কাচের তৈরী। তাই কাচের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রাণী, বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল দেখা যায়। এতে খরচও কম। মাথা পিছু ৮০০/- টাকা ।

সেখান থেকে যাই কোরাল দ্বীপ দেখতে। কোরাল দ্বীপ দখার অভিজ্ঞতা আরো রোমাঞ্চকর। সেখানে রয়েছে একটি কোরাল সেতু। কোরাল দ্বীপ হলো মৃত কোরালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে তৈরী দ্বীপ। কোরাল দ্বীপে যতদূর চোখ যায়, বিভিন্ন আকারের শুধু মৃত কোরালের স্তুপ। মৃত কোরাল গুলি পাথরের মতো শক্ত।

কোরাল ব্রীজটি দেখতে অসাধারণ। ওখানে সব পর্যটকই ফটো তুলতে ব্যস্ত। আমরাও বেশ কিছু ফটো তুলে নিলাম। নীল আইল্যান্ড থেকে ফিরে এলাম আবার ক্রুজে করে পোর্ট ব্লেয়ার। যারা আন্দামান বেড়াতে যাবেন, তাদের তালিকায় কোরাল দ্বীপ রাখতে ভুলবেন না যেন ! আন্দামান ভ্রমণ মোটামুটি অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী ভাল সময়।

কিভাবে আসবেন

আগেই বলেছি কোলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার বিমানে যাওয়াই ভালো। সময় কম লাগে। বিমানে একজনের আসা যাওয়ার ভাড়া কম বেশী ১৩০০০/- টাকা। টাকার পরিমাণ আবার নির্ভর করে কোন সময় টিকিট কাটছেন তার উপর।

থাকার ব্যবস্থা

পোর্ট ব্লেয়ার, হ্যাভলক, নীল আইল্যান্ড সব জায়গায় ভালো হোটেল আছে। সব হোটেলে বাঙালী খাদ্য পাওয়া যায়। প্রতিদিনের হোটেল ভাড়া ২০০০/- টাকা থেকে শুরু (খাওয়া দাওয়া সহ)। ওখানে রয়েছে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট প্যাকেজ। আপনি ইউটিউবে তাদের ঠিকানা দেখে কথা বলে নেওয়া ভালো।

চড়িদা গ্রামে মুখোশের মুখোমুখি

সুদর্শন নন্দী

গ্রামের নাম চড়িদা। পুরুলিয়ার বিখ্যাত পর্যটনস্থান অযোধ্যা পাহাড়ের অদূরেই এই গ্রাম। বহুশ্রুত বাঘমুণ্ডির চার কিলোমিটার দূরে। অনেকেই পুরুলিয়ায় পাহাড়, ড্যাম, ঝর্না, জঙ্গল দেখে এই গ্রাম যাবার সময় পান না বা তকি আর দেখার আছেদ বলে এড়িয়ে যান। অথচ এই গ্রাম হল পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ নাচের মুখোশের আঁতুড়ঘর। চড়িদা গ্রামের ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে এই মুখোশ। আর তাই ছৌ নাচের মুখোশ আর চড়িদা গ্রাম যেন সমার্থক। আমরাও তাই পুরুলিয়া বেড়াতে গিয়ে বাঘমুণ্ডি পেরিয়ে খানিক ঘুরে নিই এই গ্রাম, দেখি তাদের অনন্য সৃষ্টি মুখোশ শিল্প। রংবেরঙের সেই মুখোশ-মূর্তি দেখে অবাক হতে হয়। আমরা জানি, ছৌ নাচ পুরুলিয়ার অঙ্গে জড়িত। আসলে ছৌনাচ একপ্রকার আদিবাসী নৃত্য। আর এই নাচ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় জনপ্রিয়। তবে ছৌ নাচের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা বলেই সকলের অভিমত। অনেকের মতে এই নাচের নাম ছো,

অনেকে আবার বলেন ছ। তবে আজ এই নাচ ছৌ নাচ নামেই জনপ্রিয়।

অনেকে গবষকের মতে ১৯১১-এর পরে ছৌ নাচের উদ্ভব হয়েছে। মানভূম গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামীর মতে শিবের গাজনে মুখে কালি মেখে বা মুহা বা মুখোশ পরে নাচকেই ছৌ নাচের আদি রূপ। আর ১৯৩০-এর দশকে 'পালা ছো' নাচের সৃষ্টি হয়।

ছৌ নাচ মহাকাব্য কেন্দ্রিক। এই নাচে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। কখনও কখনও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীও অভিনীত হয়। খোলা মাঠে হয় এই নাচ। সঙ্গে ঢাক সহ অন্যান্য বাজনা বাজে। আর বাজনার তালে তালে ছৌ নাচের আনন্দ আমেজ সবার মন ভরিয়ে দেয়।

ছৌ নাচের মূল সজ্জা হোল মুখোশ।

আমাদের ছৌয়ের আসল নাম বা ছৌয়ের উৎস নিয়ে উৎসাহ থেকে গ্রাম চড়িদা নিয়ে ও গ্রামবাসীদের হাতের শিল্পকলা সে মুখোশ তৈরি সেটা দেখাই উদ্দেশ্য। তাই সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হই।

সত্যি বলতে কি, হাজার হাজার পর্যটক অযোধ্যা পাহাড়ে ঘুরতে এলেও এই ছৌ মুখোশের গ্রামটি আজও প্রচারের আড়ালে। প্রায় ২৫০ মুখোশ শিল্পী পরিবার বাস করেন এই গ্রামে। চড়িদা গ্রামের মূল কুটির শিল্প ছৌ মুখোশ ।

তাঁদের তৈরি শিল্পকলা এখন আর দেশের মধ্যে নয়, বিদেশেও সমাদৃত। আমরা গ্রামে দেখলাম একেকটি মুখোশ কেমন ভাবে তৈরি করেন শিল্পীরা। নদীর মাটি দিয়ে প্রথমে মুখোশের আকার দেওয়া হয়। এরপর সেই মাটির উপর একের পর এক কাগজের পরত লাগানো হয় ও রোদে শুকানো হয় । এরপর বেলে মাটির একটি পাতলা স্তর লেপে ধীরে ধীরে চোখ নাক ঠোঁট প্রভৃতির আকার ফুটিয়ে তোলা হয় মুখোশগুলিতে। এবার আবার শুকনো করা হয় মুখোশ। এবার কাপড়ের আস্তরণ খুলে খড়িমাটি দিয়ে মুখোশ এর ওপর আস্তরণ দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় রঙের ব্যবহার। রঙ ছাড়া বিভিন্ন উজ্জ্বল রং-বেরংয়ের এর পুঁতি, জড়ি, নোলক, প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে মুখোশ সাজানো হয়।চোখে ফুটো রাখা হয় নৃত্যশিল্পী যাতে দেখতে পান। কানের দুদিকে ফুটো রাখা হয় মুখোশটি পরার জন্য এবং বাঁধার জন্য।

আর সেসব মুখোশ পরে সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মহিষাসুর, মায় সিংহ যখন প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে পড়েন তখন দেখে অবাক হতে হয়। মূলত পোশাক এবং মুখোশ তৈরি করা হয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। ছৌ নাচের পালায় উঠে আসে মহিষাসুরমর্দিনী, রামায়ণ, মহাভারত এমনকি শিব-পার্বতীর কাহিনি। বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী ছাড়াও বর্তমানে ছৌ-এর মধ্যে মিশে গেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীও। যেমন কথাকলি, মণিপুরী, ওড়িশি, কুচিপুরীর মতো নাচের মুখোশও এখন নির্মাণ করছেন শিল্পীরা।

আগেই বলেছি, অযোধ্যার কোলে শান্ত এই গ্রাম চড়িদা। এই গ্রাম একসময় ছিল মাওবাদীদের ঘাঁটি। গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখা যাবে রাস্তার দুই ধারে সারি সারি অসংখ্য মুখোশের দোকান। কেউ মুখোশে সবে রং দিচ্ছেন, কেউ চোখ আঁকছেন, ছোট ছোট ছেলেরাও সাজ বসাচ্ছে মুখোশে। তাঁদের এই ব্যবসা বংশ পরম্পরায়। মুখোশ বর্তমানে আর শুধুমাত্র নাচেই ব্যবহৃত হয় না, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গৃহসজ্জায় শোভা পায় চড়িদার মুখোশ। এই গ্রামের একাধিক শিল্পী পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন। কিছু শিল্পী জানালেন মুখোশের বিক্রি না বাড়লে, দাম না পেলে এই শিল্প বাঁচবে না বেশিদিন। আমরা মাঝারি মাপের একটি মুখোশ কিনলাম তিনশ টাকা দিয়ে। কোথাও গেলে সেখানকার মানুষদের

জীবিকা অনেকটাই নির্ভর করে পর্যটকদের উপর। তাই পুরুলিয়া গেলে অবশ্যই ঘুরে আসুন মুখোশ তৈরির গ্রাম চড়িদা, পরিচিত হোন গ্রামবাসি তথা শিল্পীদের সঙ্গে আর অবশ্যই তাদের কাছ থেকে কিনুন তাদের পরিশ্রমের ফসল রঙিন মুখোশ কয়েকটা। মুখোশ কেনার মাধ্যমে তাদের মুখের গ্রাসটিও নিশ্চিত করুন।